বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>185 >>03 Boisakh 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮৫ >> << ০৩ রা, বৈশাখ ১৪৩০>>

ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

হ্যানয় ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন শনিবার হ্যানয় পৌঁছেছেন।যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিক হওয়ার পর এটা তার প্রথম ভিয়েতনাম সফর। ব্লিংকেন শনিবার ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিনের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলায়, বাইডেন প্রশাসনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে তার এই ভিয়েতনাম সফর। হ্যানয়এ ১২০ কোটি ডলারের একটি দূতাবাস নির্মাণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মাধ্যমে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য অংশীদারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দূতাবাস নির্মাণএ্রর এই উদ্যোগ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে ভিয়েতনামকে নাজুক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি, ভিয়েতনাম তার শক্তিশালী প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায় না। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের ৫০তম বার্ষিকী গেলো। সাবেক প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সনের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষনার মধ্য দিয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয়।এমন সময়ে ব্লিংকেন ভিয়েতনাম সফর করছেন।

বাজার দর

SENSEX : 60431.00 +35.23
NIFTY : 17828.00 +15.60

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .10 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .26 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেন যুদ্ধের নিশ্চিত সমাপ্তির সময় এসেছে ঃ ওয়াগনার গ্রুপ প্রধান

স্লোভিয়ানস্ক ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি বিল স্বাক্ষর করেছেন যাতে রুশদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা সহজতর হয়। ইউক্রেন বা রাশিয়া, কারো কাছেই অস্ত্র বিক্রি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীন। কিয়েভের রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা এনারগোয়াটম জানিয়েছে, রুশ বাহিনী ঝাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে সরঞ্জাম ও পানি নিয়ে এসেছে। আর, রুশ বাহিনী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে স্বল্প সংখ্যক কর্মীকে আটকে রাখতে পারে। ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান চান রাশিয়া ইউক্রেন থেকে বেরিয়ে আসুক। ইয়েভগেনি প্রিগোজিন শুক্রবার টেলিগ্রাম পোস্টে বলেছেন, ইউক্রেনে যুদ্ধের নিশ্চিত সমাপ্তির সময় এসেছে। তিনি বলেন, রুশ সরকার ও সমাজের জন্য এখন ইউক্রেন যুদ্ধের দৃঢ় সমাপ্তি প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, রাশিয়া যে ফলাফল চেয়েছিলো তা অর্জন করেছে। ইউক্রেনের বেশিরভাগ সক্রিয় পুরুষ জনসংখ্যাকে সরিয়ে দিতে পেরেছে এবং বাকিদের ভয় দেখিয়েছে। তবে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের কোনো বিজয়ের কথা উল্লেখ করেননি তিনি। ওয়াগনার গ্রুপ ইউক্রেন আক্রমণের জন্য রাশিয়ার হয়ে ভাড়াটে সৈন্য সরবরাহ করেছে। এদিকে, রাশিয়ার আকাশ হামলায় শুক্রবার বাখমুতের উত্তরপশ্চিমে পূর্বইউকেনের শহর স্লোভিয়ানস্কএ অন্তত ৮ জন নিহত এবং ২১ জন আহত হয়েছেন। দোনেৎস্কএর গভর্নর পাভলো কিরিলেনকো জাতীয় টেলিভিশনকে বলেছেন, শহরটিতে সাতটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইউক্রেনের জাতীয় পুলিশ জানায়, এস৩০০ ক্ষেপণাস্ত্র ১০টি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ও অন্যান্য স্থানে আঘাত হেনেছে। এ হামলায় একটি পাঁচতলা ভবনের উপরের দুই তলা ধসে পড়ে। উদ্ধারকারী দল জীবিতদের সন্ধান করছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দারিয়া জারিভনা জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কিরিলেনকো আরো বলেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে আরো লোকজন আটকা পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জেলেন্সকি শুক্রবার এক টুইটবার্তায় বলেন, অর্থোডক্স ইস্টারের আগে এই সপ্তাহের এক ঘণ্টাও হত্যা ও সন্ত্রাস ছাড়া কাটেনি। এটি একটি অশুভ রাষ্ট্র, এবং তাকে হার মানতে হবে।আমাদের জয় লাভ করা, মানবতার প্রতি আমাদের কর্তব্য। আর আমরাই জিতবো!'' সর্বসাম্প্রতিক এই হামলা পরিচালনা করা হলো যখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার একটি বিলে স্বাক্ষর করেন। এই আইনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষক ইলেকট্রনিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির অনুমতি পেলো।

ন্যাটোর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চান জেলেনস্কি

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোতে ইউক্রেনের দ্রুত অন্তর্ভুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন।

জুলাই মাসে লিথুয়ানিয়ায় ন্যাটোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে যাতে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি আলোচনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়, সে কথা মাথায় রেখেই এই আহ্বান জানালেন জেলেনস্কি।

শনিবার রাতে এক ভাষণে ন্যাটোতে যত দ্রুত সম্ভব যোগ দেয়ার ব্যাপারে কিয়েভের প্রত্যাশার ব্যাপারটি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি বলেন, ''আমরা জোটে যোগ দেয়ার আগেই ইউক্রেনের জন্য কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রয়োজন।''

গত কয়েক বছর ধরেই ন্যাটোতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে আসছে ইউক্রেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে জোটের প্রধান ইয়েন্স স্টোলটেনব্যার্গ বলেন, ''ইউক্রেন আমাদের জোটের সদস্য হবে, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে এতে লম্বা সময় লাগবে।''

অন্যদিকে, দ্রুততম সময়ে জোটভুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে আসছেন জেলেনস্কি।

রাশিয়ার ভাড়াটে সামরিক বাহিনী ভাগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোসিন শুক্রবার এক ব্লগে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, ''এই মুহূর্তে আদর্শ হবে, রাশিয়া তার পরিকল্পিত সব লক্ষ্য অর্জন করেছে এমন ঘোষণা দিয়ে বিশেষ সামরিক অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করা এবং কিছু ক্ষেত্রে আমরা সত্যিই সেগুলো অর্জন করেছি।''

৬১ বছর বয়সি প্রিগোসিন আরও লিখেছেন, ''রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এবং সমাজের কল্যাণের জন্য এই বিশেষ সামরিক অভিযানের পুরোপুরি সমাপ্তি টানা প্রযোজন।''

ইউক্রেন যুদ্ধকে রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' বলে উল্লেখ করে।

অবশ্য এই মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করলে লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, জাপোরিঝজিয়া এবং খেরসন ইউক্রেনের এই চারটি অঞ্চল রুশ দখলে নেয়ার লক্ষ্য অর্জিত হবে না। ভাগনার গ্রুপের সৈন্যরা এখন মূলত পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুতের জন্য কয়েক মাসব্যাপী লড়াই করছে। ধারণা করা হচ্ছে কেবল এই একটি এলাকা দখলের লড়াইয়েই দুই পক্ষের ৬২ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে।

রুশ ভাড়াটে গোষ্ঠীটি বাখমুতের বেশিরভাগ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার দাবি করলেও ইউক্রেন বরাবরই এই দাবি অস্বীকার করে আসছে।

অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ঘোচাতে এখনো আইএমএফএর দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান

করাচি ঃ নগদ অর্থসংকটে পড়া পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সাথে একটি মূল চুক্তি সম্পাদনের এখনও কোনও দিন ক্ষণ নির্ধারিত হয়নি, যে চুক্তির ফলে ১.১ বিলিয়ন বা ১১০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা পাবার আশা করছে দেশটি। আইএমএফ বলেছে, ঋণটি প্রায় পাকাপোক্ত হতে চলেছে, তবে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। কারণ দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, তাদের হাতে আর মাত্র চার সপ্তাহের মতো আমদানির অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে।

এদিকে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ইসহাক দার শুক্রবার টুইট করে বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত আইএমএফকে পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমানত নেওয়ার জন্য প্রয়োজেনীয় নথিপত্রও সংগ্রহ করছে। শুক্রবার দারের টুইটের পর মনে হচ্ছে, পাকিস্তান আইএমএফএর তহবিল প্রাপ্তির খুব কাছাকাছি, কিন্তু স্টাফলেভেল চুক্তির জন্য কোনও তারিখ এখনো দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও শুক্রবার, আইএমএফএর মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া বিভাগের পরিচালক জিহাদ আজর বলেন, দেশটির টেকসই প্রবৃদ্ধি উন্নীত করার জন্য দুই অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতি পরিচালনা এবং মুদ্রানীতি বজায় রাখতে হবে। আজুর বলেন, পাকিস্তান আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালে রয়েছে এবং অর্থনীতির সংস্কার ও স্থিতিশীলতার জন্য দেশটির একটি নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ আশু প্রয়োজন। এই সপ্তাহে পাকিস্তানের জন্য ২৭ মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ এবং আসন্ন বছরে দরিদ্র দেশটির প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস মাত্র ০.৫ । জ্বালানি ও পণ্যের উচ্চমূল্যের কারণে দেশটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মার্চ মাসে, খাবারের খরচ এক বছরের আগের তুলনায় প্রায় ৫০ বেশি হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কিছু অর্থনীতিবিদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা আশংকা করছেন, দেশটির ঋণ সমস্যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের উপর গিয়ে পড়বে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আটলান্টিক কাউন্সিলের পাকিস্তান ইনিশিয়েটিভের পরিচালক উজাইর ইউনুস ভিওএকে বলেছেন, চলমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে, সম্ভবত, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ঋণ পুনর্গঠনের প্রয়োজন হবে, তবে তা সাধারণ নাগরিকদের আরও বেশি যন্ত্রণায় ফেলে দেবে।

গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে ১৫ জন রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে নরওয়ে

নরওয়ে (এজেন্সী) ঃ নরওয়ের সরকার বৃহস্পতিবার (১৩ এপ্রিল) বলেছে, তারা ১৫ জন রুশ কূটনীতিককে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছে। অসলোতে রুশ দূতাবাসে কাজ করার সময় এই ১৫ জন গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানিকেন হুইটফেল্ড বলেন, নরওয়েতে রুশ গোয়েন্দা তৎপরতার সুযোগ কমাতে এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হুইটফেল্ড বলেন, যেসব রুশকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে তাদেরকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নরওয়ে ত্যাগ করতে হবে এবং নরওয়ের ভিসার জন্য আবেদনকারী গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের আমরা ভিসা দিব না। নরওয়ে সরকার বলেছে বহিষ্কৃত কূটনীতিকদের কার্যকলাপ তাদের কূটনৈতিক মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, অসলো রাশিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক চায় এবং নরওয়েতে রুশ কূটনীতিকদের আমরা স্বাগত জানাই। রাশিয়ার তাস ও আরআইএ নভোস্তি সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, মস্কো নরওয়ের এ পদক্ষেপের জবাব দেবে।

এক বছর আগে নরওয়ে তিনজন রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছিল। যাদের কি না গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিল।

.রাশিয়ার একটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে কাজ করার জন্য মিথ্যা নাম ও পরিচয় ব্যবহার করার অভিযোগে গত বছর নরওয়েজিয়ান পুলিশ সিকিউরিটি সার্ভিস এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল।

আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্রকে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশ হিসাবে চিত্রিত করে বলা হয়েছে

আফগান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রকে খল চরিত্রে উপস্থাপন

সমরকন্দ ঃ সমস্যা সংকুল আফগানিস্তানকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই সপ্তাহে আঞ্চলিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সমাবেশ থেকে নতুন উদ্যোগের পথে সামান্যই অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু অংশগ্রহণকারী কাবুলের বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র দেশটির অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের দায়ী করেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মধ্য এশিয়ার একজন কূটনীতিক ভিওএকে উজবেকিস্তানের সমরকন্দে আয়োজিত ওই বৈঠকের ভিতরের কিছু বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, বৈঠকে, যুক্তরাষ্ট্রকে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশ হিসাবে চিত্রিত করে বলা হয়েছে, দেশটি গত দুই দশক ধরে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে এবং এখন তারা সেই ক্ষতি পূরণ করতে অস্বীকার করছে। বৈঠকে আফগানিস্তান ছাড়াও, চীন, রাশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের চ্যানেল টেলিগ্রামেও একই বার্তা প্রতিফলিত হয়। চ্যানেলটি বলেছে, অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং তার নেটো মিত্রদের ২০ বছরের সামরিক অভিযানে আফগানিস্তানের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জবাবদিহি করতে হবে। তাদের ওই অভিযানের ফলেই দেশটিতে আজ এই ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রক জোর দিয়ে বলে, সংঘাতপরবর্তী আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমা দেশগুলির উচিত প্রধান আর্থিক বোঝা বহন করা। মস্কো পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আটকে থাকা আফগানিস্তানের জাতীয় সম্পদ অবিলম্বে অবমুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, দেশটির মানবিক সংকট সমাধানের জন্য ওই সম্পদ এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আযোজেক দেশ উজবেকিস্তান, তার বিবৃতিতে, যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সমালোচনা এড়িয়ে যায়। কিন্তু মানবিক সহায়তা প্রদান এবং আফগানিস্তানের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি যৌথ প্রক্রিয়ার প্রয়োজেনীয়তার উপর জোর দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, দলগুলো তালিবানের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রধান দাবিগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেছে, বিশেষ করে, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন, আফগান নারীদের কাজ করার ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা। উজবেকিস্তান আফগানিস্তানকে মধ্য এশিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে এবং দেশটিকে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াকে সংযুক্ত করার চাবিকাঠি হিসেবে দেখে। মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানের সাথে দীর্ঘতম সীমান্ত রয়েছে তুর্কমেনিস্তানের। দেশটি প্রকাশ্য কোন মন্তব্য করেনি।

বৈঠকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি তেহরান তার স্বভাবসুলভ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান বলেছেন, পশ্চিমের উচিত এই দেশে কয়েক দশক ধরে চালানো ধ্বংসের দায় স্বীকার করা এবং এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আঞ্চলিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আফগানিস্তানের ভূখণ্ডকে কিছুতেই ব্যবহার করা যাবে না।

পাকিস্তানের প্রতিমন্ত্রী হিনা রব্বানি খার আফগান জনগণকে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পশ্চিমা সরকারগুলি প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানে ত্রাণ প্রচেষ্টায় অবদান রেখে চলেছে। তারা তালিবান প্রশাসনকে সরাসরি অর্থায়ন না করে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে সেই সাহায্যের অর্থ জোগাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, যে তারা ২০২১ সালের আগস্ট থেকে ১১০ কোটি ডলারেরও বেশি মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে। সম্মেলনের পর চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং সাংবাদিকদের বলেন, আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী প্রত্যাহার, একটি অনেক বড় কৌশলগত ব্যর্থতা।

শুক্রবার জারি করা একটি যৌথ সমরকন্দ ঘোষণায়, আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশ গুলো এবং রাশিয়া সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক পাচারের হুমকি থেকে মুক্ত, একটি শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ, সার্বভৌম এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্তানের উন্নয়নে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

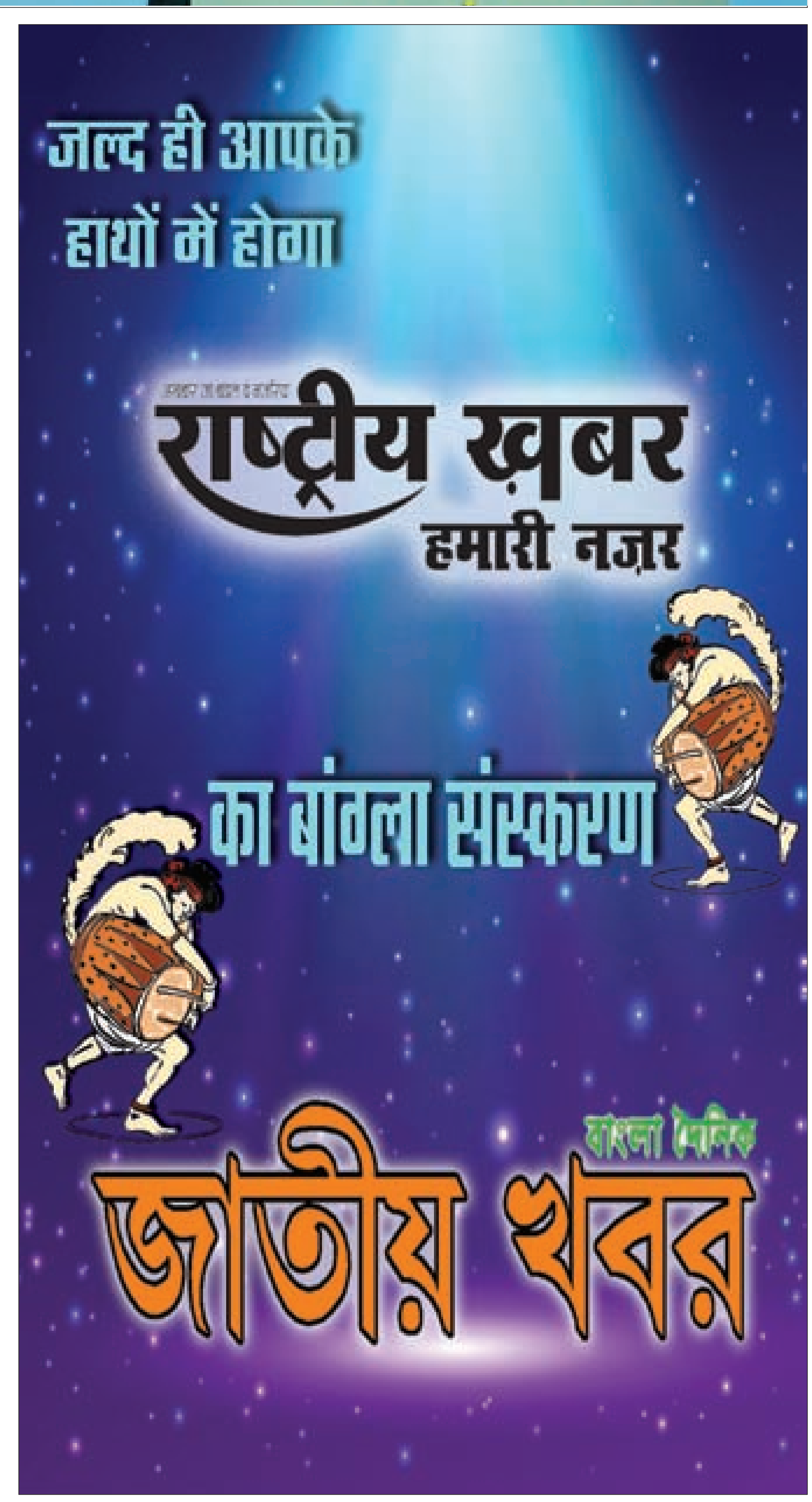

বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির স্বীকৃত ঠিকাদাররা বিক্ষোভ করেছে, নতুন প্রকল্পে বড় কোম্পানি আনা নিয়ে আপত্তি

জলপাইগুড়ি ঃ নতুন নিয়মে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত ঠিকাদারদের কাজ চলে যাচ্ছে বৃহৎ সংস্থার হাতে।স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ জানালো সংগঠন। বুধবার জলপাইগুড়ির বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে এই বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর আসোশিয়েশনের জলপাইগুড়ির ইউনিট।এই প্রসঙ্গে ঠিকাদার সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়।সেই করনা অতিমারির সময় থেকে আমরা দিনরাত পরিশ্রম করে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার কাজ সুষ্ঠ ভাবে করে আজও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেছি। অথচ, নতুন যে প্রকল্প এসেছে বিদ্যুৎ পরিষেবা কে আরো উন্নত করে তোলবার জন্য।সেই নতুন প্রকল্পের কাজ আমরা পাবো না, আপনাদের জায়গায় বৃহৎ সংস্থা এই কাজ গুলো করবে।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য দলবল সহ বিজেপিতে যোগদান করল

আলিপুরদুয়ার ঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য দলবল সহ বিজেপিতে যোগদান করল। কালচিনি এলাকায় মঙ্গলবার বিজেপির যোগদান কর্মসূচি আয়োজিত হল। মঙ্গলবার কালচিনি বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত বিজেপির যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা, কালচিনি মণ্ডল সভাপতি উত্তম লামা সহ বিজেপির নেতৃত্ব এদিন কালচিনি ব্লকের পানা এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য রীতেশ ঠাটাল সহ ২৫ জন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে আগতের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক বিশাল লামা।

শাসকদলের সন্ত্রাসের ভয়ে বিধায়ক ও মন্ত্রীকে গ্রামে ঢুকতে মানা গ্রাম বাসিন্দাদের

কোচবিহার ঃ শাসকদলের সন্ত্রাসের ভয়ে বিধায়ক ও মন্ত্রীকে গ্রামে ঢুকতে মানা গ্রাম বাসিন্দাদের। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা এবং তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কা মালতি রাভা রায় তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ফলিমারী গাঙ্গুলী মোর এলাকায় পৌঁছলে গ্রামের বাসিন্দারা তাদের গ্রামে ঢুকতে বারণ করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বিধায় এবং মন্ত্রী এলাকায় গেলে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি হবে। তারা এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাবে শাসক দল। রাজনৈতিক হিংসার কারণে ওই এলাকার মানুষ এতটাই আতঙ্কিত তারা আর নতুন করে কোন রাজনৈতিক হিংসা চায়না তাদের এলাকায়। তাদের অভিযোগ তৃণমূল বিজেপি এলাকায় অশান্তি তৈরি করে আর তার ফল ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে। তাই এদিন পূর্ব ফলিমারী এলাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা এবং বিধায়িকা মালতি রাভা রায় এলাকায় গেলে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

২১টি মহিষসহ গ্রেফতার একজন

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সদরগছ এলাকায় অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ১৪ চাকা ট্রাককে আটক করে। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার মহিষ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম এমডি মুজামিল(২২)। সে বিহারের বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ট্রাক থেকে মোট ২১ টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে। এবং উদ্ধার হওয়া মহিষ উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঞ্জিপাড়া থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

প্রতিভার সন্ধানে আইএফএ এর পরিচালনায় বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ্ব১৭ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি ঃ প্রতিভার সন্ধানে আইএফএ এর পরিচালনায় বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ্ব১৭ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানালো মেয়র গৌতম দেব সহ আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা। এদিন জানিয়ে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির চাঁদমনি মাঠে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। প্রথমদিন মাঠে নামবে শিলিগুড়ি ও কালিম্পং জেলা। এছাড়াও কালিম্পং এর দল আছে। এই প্রতিযোগিতায় যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তারা মূলপর্বে খেলতে কলকাতায় যাবে। এই প্রতিযোগিতা থেকেই প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে বাংলা দল তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানালেন অনির্বান দত্ত।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্য কর্মী ইউনিয়ন আর্বানের আসা কর্মীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পুরনিগমে

শিলিগুড়ি। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্য কর্মী ইউনিয়ন আর্বানের আসা কর্মীরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেন। মঙ্গলবার পারবো না আশা কর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এছাড়াও সমস্ত রকমের বকেয়া ইনসেনটিভ একসঙ্গে দেয়ার দাবি জানিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমে আশা কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের দাবি অবিলম্বে আশা কর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।এছাড়া সপ্তাহে একদিন ছুটি ও কর্মক্ষেত্রে আসা কর্মীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও মাতৃত্বকালীন ৬ মাসের ছুটি র ব্যবস্থা করতে হবে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে অনুদান সাড়ে চার হাজার টাকার দাবিও জানান স্বাস্থ্য কর্মীরা। এই সমস্ত দাবি দাবা জানিয়ে একটি বিরাট মিছিল করে এসে এবার আশা কর্মীরা শিলিগুড়ি পৌরনিগামে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

জাতীয় সড়কে ৩১ থেকে ৩০ মহিষসহ গ্রেফতার ২ অভিযুক্ত

উত্তর দিনাজপুর ঃজাতীয় সড়ক দিয়ে মোষ পাচারের আগেই উদ্ধার করল ইসলামপুর জেলা পুলিশ । এই দিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইসলামপুর ৩১ নং জাতীয় সড়ক থেকে একটি ১৬চাকা টেলার গাড়ি আটোক করে তল্লাশি চালায় ওই গাড়ি থেকে ৩০ টি মোষ উদ্ধার করে এবং এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, ধৃত দুই ব্যক্তিকে ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠায় পুলিশ।

বাগডোগরা চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় যখন এক মহিলা চা শ্রমিক

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি মহাকুমার বাগডোগরা চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় যখন এক মহিলা চা শ্রমিক। যখন মহিলার নাম অঞ্জলি কেরকাট্টা। জানা গেছে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরা চা বাগানে চা পাতা তোলার সময় ওই মহিলার উপরে আক্রমণ চালায় একটি চিতাবাঘ। তারপরেই ওই মহিলা চিৎকার শুরু করলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় চিতা বাঘটি। পরে চা বাগানের টুক রা আক্রান্ত জখম মহিলাকে উদ্ধার করে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। চিতা বাঘের হামলায় মহিলার চোখের মুখে ক্ষত হয়। এর আগেও ওই এলাকায় চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাগানের শ্রমিকদের কাছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা বনদপ্তর অন্যদিকে চিতাবাঘ দেখতে পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আরও এক চা শ্রমিক অসুস্থ শ্রমিক শান্তি বড়াই কে বাগডোগরা প্রাথমিক ছাত্র কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার উপর নজর রাখছেন বাগডোগরা বনদপ্তর

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির বৈঠক

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলের রণনীতি ঠিক করতে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির বৈঠক করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটি গঠন এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কে কিভাবে কাজ করবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয় এই দিনের বৈঠকে। এই দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্বরা।

কালিয়াগঞ্জে বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভার জন্য প্রস্তুত শহর

উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জে বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভাকে সামনে রেখে শহর সাজানো হয়েছে জাফরান রঙে। বুধবার বিকেল ৩টায় কালিয়াগঞ্জ শহরের মণিবাগ এলাকার ধরনা ক্লাব মাঠে জনসভায় যোগ দেবেন বিধানসভার বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারই সূত্র ধরে ধর্ণা ক্লাবের মাঠে একটি জমকালো মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। শহর এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকেও বিপুল সংখ্যক বিজেপি সমর্থক জনসভার জন্য আসতে শুরু করেছেন।

বাংলা নববর্ষ, চড়ক পূজা ও ঈদ নিয়ে মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে

মালদা ঃ চড়ক উৎসব এবং গণেশ পুজো এবং ঈদ তারই অঙ্গ হিসাবে মালদহ থানা প্রাঙ্গণে একটি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বুধবার এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি বিএনপি আজাউদ্দিন খান মালদা থানার আইসি হীরক বিশ্বাস মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চরক পূজা কমিটির কর্মকর্তারা গণেশ পূজা কমিটির পূজা উদ্যোক্তারা এবং ইমামরা কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে উৎসবকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য এবং সুষ্ঠুভাবে উৎসব যাতে পালিত হয় তারই কথা মাথায় ভেবে এই জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবং সবের দিন বিশেষ কিছু নির্দেশিকা থাকবে এবং উত্তপ্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় থাকবে মোতায়েন পুলিশ যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার না ঘটে তার দিকে নজর রাখবে মালদা থানার পুলিশ উল্লেখ্য পুরাতন মালদা ব্লকের মোট ৩৭ টি জায়গায় ঈদের নামাজ আদায় হবে। এছাড়াও কুড়িটি চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করে হাজরার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকবে পাশাপাশি পুরাতন মালদা ব্লকে বড় ছোট মিলে প্রায় ১৫ টি গনেশ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। দিকেও নজর রাখবে মালদা থানার পুলিশ।

ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি পাচ্ছে ৪টি রাস্তা, শিলান্যাস করলেন সৌরভ চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি ঃ অবশেষে নতুন রাস্তা পেতে চলেছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকা। বুধবার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। এদিন এই এলাকায় মোট চারটি রাস্তা ও দুটি হাইমাস্ট বাতি স্তম্ভের শিলান্যাস করেন তিনি। বহুদিন ধরেই ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকার বেশ কয়েকটি রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। এর সুরাহা নিয়ে বহুবার বিভিন্নভাবে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সমস্যার সমাধানে এবার এগিয়ে এলো এসজেডিএ। বুধবার এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর হাত দিয়ে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকায় শিলান্যাস হলো চারটি রাস্তা ও দুটি হাইমাস্ট বাতি স্তম্ভের। এতে আনুমানিক তিন কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন ভোলামোড়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা করেন সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যার সূচনা হলো আজ। আগামীতে এই এলাকার মানুষের দাবি মেনে সমস্ত কাজ করা হবে।

লাল ঝান্ডা ছেড়ে তৃনমূলে যোগদান কে ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা

মালদা ঃ লাল ঝান্ডা ছেড়ে তৃনমূলে যোগদান কে ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা।তৃনমূলে যোগদান ভুযো বলে কটাক্ষ সিপিআইএম এর।জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক আই এন টি টি ইউ সি'র সভাপতি আব্বাস আলীর হাত ধরে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসীহাটা নয়াটোলা বুথের ১৫ টি পরিবার তুলসীহাটা দলীয় কার্যালয়ে যোগদান করেন বলে দাবি।তবে এই যোগদান কে সরকারি ভুযো বলে দাবি করেছেন বাম নেতা জুগেস রাম।উল্লেখ্য,শুক্রবার তুলসীহাটা বিবেকানন্দ মোড়ে ছিল বাম কাংগ্রেস জোটের যোগদান সভা।এই যোগদান সভায় তৃনমূলের প্রায় শতাধিক ভোটার কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে দাবি করেন কংগ্রেসের।আর এই যোগদানের পাল্টা যোগদান কর্মসূচি করেন আব্বাস আলী।সভাপতি আব্বাস আলী জানান,তুলসীহাটা নয়াটোলা বুথের ১৫ টি সিপিআইএম পরিবার তার হাত ধরে এদিন তৃনমূলে যোগদানকরেছে।মুখ্য মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের এই যোগদান। তুলসীহাটার মাটিতে সিপিআইএম এর কোনো অস্তিত্ব নেই।সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম কোন আসন পাবেন না বলে দাবি।অপরদিকে বাম নেতা জুগেস রাম জানান, তৃনমূলের ভাঙ্গন শুরু হয়েছে।নিজের দলের লোককে দলীয় পতাকা ধরিয়ে ভুযো যোগদান দেখিয়ে ভোট ব্যাংক বাড়াতে চেয়েছে তৃনমূল।তুলসীহাটা নয়া টোলা বুথে একটি মাত্র সিপিআইএম পরিবার রয়েছে।সে এখনো লাল মাটিতে রয়েছে।

সড়কের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি গ্রামবাসী

আলিপুরদুয়ার ঃসড়কের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি গ্রামবাসী ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসা পাড়া এলাকার এই রাস্তাটি দীর্ঘ দিন থেকে বেহাল অবস্থায় পরে ছিল। রাস্তা দিয়ে রোজ কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। তাদের পদে পদে সমস্যায় পরতে হচ্ছিল। অবশেষে গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে এগিয়ে আসে গ্রাম পঞ্চায়েত। যার জেরে খুশি এলাকার মানুষ। এই প্রসঙ্গে জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমরেশ পাল জানান, 'এ রাস্তাটি সম্পূর্ণ হবার পরে স্থানীয়দের পাশাপাশি আশেপাশের বাসিন্দাদেরও সুবিধা হবে বলে জানান।'

শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি উন্নয়ন নিগম প্রায় ৫ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করল

জলপাইগুড়ি ঃ আলিপুরদুয়া জন্মস্থল। কর্মস্থল জলপাইগুড়ি প্রায় পাঁচ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করে বললেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান।মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কালিয়াগঞ্জ এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে এই প্রকল্প গুলো শুভ উদ্বোধন করেন তিনি।যার মধ্যে নিকাশি নালা, বাংলার ঘর, এবং জলপাইগুড়ি শহরের পাঁচটি রাস্তাও রয়েছে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে এস জে ডি এর আধিকারিক সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ একাধিক বিশিষ্ঠ জনেরা উপস্থিত ছিলেন।উদ্বোধনী ভাষণে নিগমের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, আলিপুরদুয়ার আমার জন্মস্থান হলেও জলপাইগুড়ি আমার কর্মস্থল, এখান থেকেই আমি অনেক কিছু শিখেছি।

পারদ প্রায় ৪০ ছুঁই ছুঁই, এই গরমে শরীর ঠিক রাখতে! ডাক্তারের পরামর্শ জেনে নিন

জলপাইগুড়ি ঃ চৈত্রের শেষে পুড়ছে বাংলা। বাইরে বেরোতে সানগ্লাস ছাতা কোনও কিছুই কাজে দিচ্ছে না। তার ওপর নববর্ষে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা। বসন্ত শেষে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে গ্রীষ্মের দহন দিনে কী হবে! সেই ভেবেই যেন আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। সেই বিষয় নিয়ে ডাক্তারদের পরামর্শে কি? এই গরমেই হতে পারে বিভিন্ন রোগ। শরীরের মধ্যে জলের অভাব দেখা দিতে পারে। আর তাই ডাবের জলের খেতে হয়ে এবং আখের রসের শরবত জাতীয় খাবার পান করার কথা বলছেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল তাপমাত্রার পারদ কয়েকদিনে ক্রমশ বাড়ছে ।আর এই গরমে বিভিন্ন রোগের প্রকোপের কারণে রোগীদের ভিড় জলপাইগুড়ির সদর হাসপাতালে। সকাল থেকে এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ওষুধ নিতে দেখা গেল রোগী ও আত্মীয় পরিজনদের। এবিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড.অসীম হালদার জানান, জেলায় সমস্ত হাসপাতালগুলোতে কর্মীরা তৈরি রয়েছে। যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং সহজে সমস্যার সমাধান করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তিনি পরামর্শ দেন ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে এবং কাজ ছাড়া রোদে বেরোতে নিষেধ করা হচ্ছে।স্বাস্থ্য দফতর থেকে সচেতনামূলক বার্তার প্রচার চালানো হচ্ছে গরম নিয়ে। গরম নিয়ে জলপাইগুড়ির সমস্ত হসপিটাল প্রস্তুত রয়েছে।যেকোনো সমস্যায় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বলা হচ্ছে এবং রয়েছে ডাক্তারের সেই পরামর্শ মেনে চলবার জন্য মানুষকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

হ্যোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিস্কারকের জন্মতিথি উপলক্ষে সচেতনতা শিবির

আলিপুরদুয়ার ঃহ্যোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিস্কারক ডাঃ হ্যানিমেন এর জন্মতিথি উপলক্ষে সারা বিশ্বে হ্যোমিওপ্যাথি দিবস পালন করা হচ্ছে ।সেই অনুযায়ী বুধবার কালচিনি ব্লকের সাতাঁলি প্রাথমিক স্ব্যাস্থকেন্দ্রে হ্যোমিওপ্যাথি দিবস ও হ্যোমিওপ্যাথি সচেতনতা শিবির পালন করা হলো।এই দিনটিকে ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিখ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্মবার্ষিকীর স্মরণে পালন করা হয়। হ্যানিম্যান ১৭৫৫ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসার এই ওষুধের বিশেষ শাখাটির জন্ম তাঁরই হাতে। হ্যানিম্যানকে হোমিওপ্যাথির জনক বলেও অভিহিত করা হয়। এদিনের শিবিরে সাঁতালি প্রাথমিক স্ব্যাস্থকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্ব্যাস্থকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও এদিন এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধের শামিল বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে একদিকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা মেরামত করতে ব্যস্ত সরকার। একই সঙ্গে জরাজীর্ণ সড়ক মেরামতের জন্য ভোট বয়কট হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেও বিভিন্ন এলাকার লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি চাউলহাটি রোড রাহুতবাগান এলাকায় পথ অবরোধের শামিল বাসিন্দারা। অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে না। সমস্যা জেরবার সাধারণ বাসিন্দারা। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রাহুল বাগান সংলগ্ন চনপাড়া, মালিপাড়া এলাকায় রাস্তা বেহাল। দ্রুত সংস্কার না হলে ভোট বয়কট সহ বৃহত্তর আন্দোলনের নামার হুমকি।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ও শাখা সংগঠনের জেলা কমিটি ঘোষণা

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ও শাখা সংগঠনের জেলা কমিটি আজ ঘোষণা করা হল। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক কোচবিহার জেলা দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটি ঘোষণার কথা জানিয়েছেন। এই কমিটিতে ৬৫ জন আধিকারিক, ১০ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য, আমন্ত্রিত হিসাবে সমস্ত জেলা পরিষদের সদস্য, সমস্ত পৌরসভার সভাপতি, সহসভাপতি, সমস্ত পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি এবং সহসভাপতি, সমস্ত ব্লক সভাপতি এবং সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর সাথে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ৪১ সদস্যের জেলা কমিটি, ক্রগঙ্খঙ্খঙ্গক্টএর ৪৮ সদস্যের জেলা কমিটি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ৪০ সদস্যের জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ব্যবসায়ীর বাড়ি দখল করেছে ব্যাংক

মালদা ঃ একটি ব্যাংক থেকে কোটি টাকারও বেশি ঋণ নিয়েছিল গাজোলের এক ব্যবসায়ী পরিবার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় অবশেষে সেই ব্যবসায়ীর বাড়ি দখল নিল সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। বুধবার দুপুরে গাজোল থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সাঙ্গোরপুর এলাকার ওই ব্যবসায়িক বাড়িতে যান। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেই ওই ব্যবসায়ীর পরিবার ভেতর থেকে বড় গেটে তালা বন্দি করে রাখে। দীর্ঘক্ষণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে ব্যাংকের কর্তারা ডাকাডাকি করে কোন সাড়াশব্দ না মেলায়, অবশেষে দরজা ভেঙেই ওই বাড়ির দখল নেয় তাঁরা। গাজোল পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল গাজলের ব্যবসায়ীর সঞ্জয় ভগত। কিন্তু সেই ঋণ নেওয়ার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও টাকা পরিশোধ না করতে পাড়ায় এই পদক্ষেপ নিতে হয় ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে। যদিও সংবাদমাধ্যমের সামনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন রকম মন্তব্য করে নি । তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বিলাসবহুল ওই বাড়িতেই রয়েছেন ভগত পরিবার। দীর্ঘদিন আগেই ব্যাংক থেকে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সেই টাকা পরিশোধ করতে পারছিল না । যার ফলে এদিন ওই বাড়ির তালা ভেঙে সেটি দখল করা হয়েছে। পরবর্তীতে আদালত এবং আইন মেনে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কমিটি ও শাখা সংগঠনের কমিটি ঘোষণা

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠনগুলির জেলা কমিটি ঘোষণা হলো আজ। আজ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটি ঘোষণা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এই কমিটিতে ৬৫জন অফিস বিয়ারার,পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার হিসেবে রাখা হয়েছে দশজনকে, ইনভাইটি মেম্বার হিসেবে সমস্ত জেলা পরিষদের মেম্বার, সমস্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান,ভাইস চেয়ারম্যান, সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহসভাপতি, সমস্ত ব্লকের ব্লক সভাপতি, এবং সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতিদের এই জেলা কমিটিতে রাখা হয়েছে। এছাড়াও এদিন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস এর ৪১ জনের জেলা কমিটি, আই.এন.টি.টি.ইউ.সি এর ৪৮ জন এর জেলা কমিটি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ৪০ জনের জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মমতার শুরু করা কাজ শেষ করার প্রস্তুতি! শুভেন্দুর উদ্যোগে রেল পথে যুক্ত হতে চলেছে নন্দীগ্রাম

কলকাতা ঃ নতুন করে শুরু হতে চলেছে দেশপ্রাণ (বাজকুল) থেকে নন্দীগ্রামের নতুন রেল লাইন পাতার কাজ। এব্যাপারে রেলমন্ত্রকের তরফে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ইউপিএ জমানায় দেশপ্রাণ থেকে নন্দীগ্রাম রেল প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ১৭.২ কিমি রেলপথের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে রেললাইন বসানো এবং স্টেশন তৈরির কাজ কিছুটা এগোয়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব ছাড়তেই সেই প্রকল্প কার্যত লাটে উঠে যায়। তৃণমূল দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার ছাড়তেই এই প্রকল্পের কাজ গতি হারায়। অন্যদিকে ২০১৪-তে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রকল্পের কাজও এগোয়নি বলে অভিযোগ ছিল। বছরের পর বছর রেল বাজেটে দেশপ্রাণ-নন্দীগ্রাম প্রকল্প স্থান পায়নি বলেও অভিযোগ। অন্যদিকে যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের চাকরি না পাওয়ার অভিযোগ এবং অধিগৃহীত জমি চাষের অযোগ্য হওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। ২০২১-এ শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হওয়ার পরে দিল্লিতে দরবার শুরু করেন। অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রকল্পের রূপায়ন নিয়ে তাঁকে চিঠি দেওয়া থেকে শুরু করে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীও এই প্রকল্পের জন্য দরবার করেছেন। শাহের দেওয়া সময়সীমার আগেই সরকার ফেলার ইঙ্গিত শুভেন্দুর নিজের এলাকার প্রকল্প নতুন করে আলো দেখায় সাংসদ হিসেবে তিনি রেলবোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়েছে রেলমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও। তিনি বলেছেন, এই রেলপথ চালু হলে এলাকার উন্নয়ন হবে এবং কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের কাছেও সাহায্যের আবেদন করেছেন তিনি। রেলমন্ত্রক দক্ষিণ-পূর্ব রেলকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চিঠি দেওয়ার খবর এলাকায় পৌঁছতেই ফের একবার আশায় স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু কলকাতা কিংবা হাওড়ার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের যোগাযোগের উন্নতিই নয়, এলাকার অর্থনীতিরও উন্নয়ন হবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। নন্দীগ্রামে রেল প্রকল্পের রূপায়ন নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে দাবি ও পাল্টা দাবি রয়েছে। নন্দীগ্রামে রেলপ্রকল্প নিয়ে আসারক কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কাজ বহন্ধ হওয়ার জন্য তারা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দায়ী করছে। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, নন্দীগ্রামে রেলপ্রকল্প নিয়ে উদ্যোগী শুভেন্দু অধিকারীই। তিনিই ফের কাজ শুরু করার জন্য দরবার করেছেন। এবার সেই চেষ্টাই সফল হল। এখন কত দিনে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয় এখন সেটাই দেখার।

ওয়াংখেড়েতে দুঃস্বপ্ন ঘুচল না কেকেআরের, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছিনিয়ে নিল দাপুটে জয়

কলকাতা ঃ আইপিএলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আরও একবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে পরাস্ত কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের পর এদিনও নীতীশ রানার দলকে ডোবাল বোলিং। অধিনায়ক হিসেবে নেমে চেনা ছন্দে ফিরলেন সূর্যকুমার যাদব। রোহিত শর্মার পেটের অসুস্থতার কারণে ফিল্ডিংয়ের সময় মাঠে ছিলেন না। যদিও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ওপেন করতে নামেন। বড় রান না পেলেও আইপিএলে গড়লেন নয়া নজির। ২০২৩-ওয়াংখেড়েতে দুঃস্বপ্ন ঘুচল না কেকেআরের, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছিনিয়ে নিল দাপুটে জয় আজকের ম্যাচে এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস ফর অল কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নানা বয়সের ১৯ হাজার মেয়েকে খেলা দেখানোর বন্দোবস্ত করেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এই দল তথা রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের কর্ণধার নীতা আম্বানি বলেন, মেয়েদের ক্রীড়ার প্রতি আকৃষ্ট করতেই এই উদ্যোগ। হরমনপ্রীত কৌরসহ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মহিলা দলের ক্রিকেটারদের সামনে জয় তাই সোনায় সোহাগা। জয়ের জন্য ১৮৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে নামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মা একটি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে করলেন ১৩ বলে ২০। এই ইনিংস খেলার ফাঁকে আইপিএলে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করার নজিরটি নিজের দখলে নিলেন। কেকেআরের বিরুদ্ধে তাঁর মোট রান ১০৪০। গুজরাতের বিরুদ্ধে টস জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত রাজস্থানের রোহিত টপকে গেলেন চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শিখর ধাওয়ানের ১০২৯ রানের রেকর্ড। কেকেআরের বিরুদ্ধে ডেভিড ওয়ার্নার ১০১৮ রান করেছেন, পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ওয়ার্নারের রয়েছে ১০০৫ রান। ওপেনিং জুটিতে ৪.৫ ওভারে ওঠে ৬৫ রান। পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে স্কোর ছিল ১ উইকেটে ৭২। রোহিতকে ফেরান সুযশ শর্মা। রোহিত ও ঈশান কিষাণ ৫০ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন ২৩ বলে। কিষাণ ২১ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। ৭.৩ ওভারে তিনি আউট হন দলের ৮৭ রানের মাথায়। পাঁচটি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে ২৫ বলে ৫৮ রান করে বরুণ চক্রবর্তীর বলে বোল্ড হন ঈশান। মুম্বইয়ের ১০০ রান পূর্ণ হয় ৯.১ ওভারে। এরপর আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে থাকেন তিলক বর্মা ও সূর্যকুমার যাদব। হাঁটুতে চোট নিয়েও শতরান , কাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার? ১৩.৫ ওভারে তিলক বর্মা বোল্ড হন সুযশ শর্মার বলে। তিনটি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে তিনি করেন ২৫ বলে ৩০। মুম্বইয়ের স্কোর দাঁড়ায় তিন উইকেটে ১৪৭। ১৬.৩ ওভারে ১৭৬ রানে পড়ে চতুর্থ উইকেট। শার্দুল ঠাকুরের শিকার সূর্য। চারটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে তিনি করলেন ২৫ বলে ৪৩। ১৭.২ ওভারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পঞ্চম উইকেটের পতন। নেহাল ওয়াধেরা ৪ বলে ৬ রান করে লকি ফার্গুসনের বলে কট বিহাইন্ড। ১৭.৪ ওভারের মাথায় পাঁচ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয় আইপিএলের সফলতম দল। ১৪ বল বাকি থাকতেই। ১টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ১৩ বলে ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন টিম ডেভিড। গ্রিন ১ বলে ১ রানে নট আউট। এর আগে, টস হেরে ব্যাট করতে নেমে কেকেআর ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৫ রান তোলে। ৬টি চার ও ৯টি ছয়ের সাহায্যে ৫১ বলে ১০৪ রান করেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে বোলিংয়ের সময় ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামেন সুযশ। রিঙ্কু সিং ১৮, শার্দুল ঠাকুর ১৩ রান করেন। ১১ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন আন্দ্রে রাসেল। আইপিএল অভিষেকে তিনি ২ ওভারে ১৭ রান দিলেন। তাঁর বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন এস শ্রীসন্থ। হৃতিক শোকিন ৩৪ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন। মার্কো জানসেনের ভাই ডুয়ান জানসেন আইপিএল অভিষেকে ৪ ওভারে ৫৩ রান দিয়ে পেলেন ১ উইকেট। ক্যামেরম গ্রিন, পীযূষ চাওলা ও রাইলে মেয়ারডিথ একটি করে উইকেট নেন। ০০.০০ ০২.৩০ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টানা দুটি ম্যাচে জিতল, কেকেআর হারল টানা ২টি ম্যাচে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের পরবর্তী ম্যাচ। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কেকেআর ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে পাঁচে। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বইয়ের অবস্থান আটে।

দিল্লিতে সিবিআই দফতরে কেজরিওয়াল, তুমুল বিক্ষোভ আপ কর্মী সমর্থকদের

নয়া দিল্লি ঃ দিল্লিতে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারী দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জেরা করার জন্য তলব করা হয়েছিল। সিবিআইয়ের নির্দেশ মতই দিল্লিতে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের সিবিআই হাজিরার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আপ কর্মী সমর্থকরা। তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেছেন। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লির সিবিআই দফতরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছ। ডেপুটির পর এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীই সিবিআই জেরার মুখে। আবগারী দুর্নীতি মামলায় এবার দিল্লিতে সিবিআই দফতরে জেরা করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। মণীশ সিসোদিয়াকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই। আবগারী আইনে পরিবর্তন এনে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করার অভিযোগ রয়েছে আপ সরকারের বিরুদ্ধে। আম আদমি পার্টিকে টার্গেট করেই এই সিবিআই তদন্ত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জাতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছে আম আদমি পার্টি। দিল্লির পাশাপাসি পাঞ্জাবেও সরকার গড়েছে আপ। আবাহর গুজরাতে এবার বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে কড়া টক্কর দিয়েছে আম আদমি পার্টি। দিল্লির বিধানসভা ভোটেও আপের কাছে গো হারা হারতে হয়েছে বিজেপিকে। গুরুতর অভিযোগ, এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাকুকে গ্রেফতার করল CBI তারপরেই তৎপরতা তুঙ্গে। আম আদমি পার্টিকে কোণঠাসা করতে বিজেপি এজেন্সি প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই বিরোধী ঐক্য নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক শুরু করে দিয়েছে অবিজেপি দলগুলি। একজোট হয়ে বিজেপির মোকাবিলা করতে চাইছে তারা। শরদ পাওয়ার বৈঠক করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে। আবার নীতীশ কুমার কথা বলেছেন ইয়েচুরি ডি রাজার সঙ্গে। বিরোধী ঐক্য নিয়ে যখন তৎপরতা তুঙ্গে তখন কেজরিওয়ালকে সিবিআই জেরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অবিজেপি একাধিক রাজ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এদিকে কিরেন রিজিজু টুইটে আম আদমি পার্টিকে নিশানা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আন্না হাজারেকে ব্যবহার করেছিল আম আদমি পার্টি। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে একজোটে কাজ, কুন্তর স্ক্যানারের মাঝেই নিজাম প্যালেসে তলব বিভাসকে যদিও সিবিআই দফতরে ঢোকার আগে কেজরিওয়াল বলেছেন, তিনি বিন্দুমাত্র ভিত নন। কারণ তিনি জানেন তিনি সৎ। তিনি বলেছেন একটা সময়ে আয়কর কমিশনারের পদ সামলেছেন। চাইলে সেসময় কোটি কোটি টাকা তিনি আয় করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। কারণ তিনি সৎ। ০০ঃ০০ ০২ঃ৩২ আবগারী দুর্নীতি মামলা নিয়ে যে চার্জশিট পেশ করেছে ইডি সিবিআই তাতে উল্লেখ করা হয়েছে আবগারী নীতি পরিবর্তনের পর দিল্লির অন্যতম মদ ব্যবসায়ী সমীর মহেন্দ্র দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এদিকে দিল্লির কাশ্মীর গেটের সামনে আম আদমি কর্মী সমর্থকরা তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছেন।

প্রবল তাপপ্রবাহে জ্বলছে দক্ষিণবঙ্গ! স্কুলকলেজে ছুটি ঘোষণার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতাঃ তীব্র তাপপ্রবাহের জ্বলছে দক্ষিণবঙ্গ। শনিবার পয়লা বৈশাখে রাজ্যের অন্তত ১৪ টি জেলার তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রির ওপরে। সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামনের সপ্তাহের রাজ্যের প্রতিটি স্কুল কলেজে ছুটি ঘোষণার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এব্যাপারে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। সরকারি স্কুল কলেজের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই এই নির্দেশিকা মেনে চলতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বলেছেন, স্কুলে বাচ্চারা তাঁকে বলেছে, গরমে স্কুলে যেতে আসতে মাথা ব্যথা করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে হিট স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সোমবার থেকে শনিবার ছুটি ঘোষণা করা হচ্ছে। শনিবার এমনিতেই ইদলফিতরের ছুটি রয়েছে। অস্থায়ীভাবে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করতে নির্দেশ গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আরও ১৫ দিন ছুটি এগনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ১১ টা থেকে ৪ টের মধ্যে বাইরে না বেরোতেই বলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই সময়টায় রোদ এড়াতে হবে। স্কুল কলেজে দরকার হলে পরে এক্সট্রা ক্লাস করার বন্দোবস্ত করা হবে। তিনি বলেছেন মানবিক স্বার্থেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে গ্রীষ্মের ছুটি আগে এগিয়ে ২ মে করা হয়েছিল। সাধারণ সময়ের তিন সপ্তাহ আগে ২ মে থেকে গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল শিক্ষা দফতর। এব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ এবং মধ্যশিক্ষা পর্যদকে নির্দেশিকা পাঠায় স্কুল শিক্ষা দফতর। নির্দেশিকায় বলা হয় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদেরও এই সময় ছুটি থাকবে। তবে বাড়তি ছুটির ফলে পড়ায় যে ক্ষতি হচ্ছে, তা পূরণের জন্য স্কুল খোলার পরে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছিল সেই নির্দেশিকায়। প্রাথমিকভাবে স্কুলের ছুটির যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল বছরের প্রথমে সেখানে বলা হয়েছিল ২৪ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ছুটি থাকবে। এদিকে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ চলার সম্ভাবনা। সাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্পের কারণে ২০ এপ্রিল থেকে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে, এমনটাও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

অপরাধ বরদাস্ত নয়, আতিক আহমেদকাণ্ডে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ যোগী সরকারের

লখনউ ঃ মাফিয়া রাজ থেকে বেরিয়ে এসে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরফ। গতকাল প্রকাশ্যে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশে মাফিয়ারাজ দমনে মরিয়া যোগী আদিত্যনাথ সরকার। তারমধ্যেও একের পর এক এনরকাউন্টার এবং খুনের ঘটনা ঘটে চলেছে। গতকাল একেবারে নজির বিহীনভাবেই খুন করা হয়েছে আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাইকে। একসময় মাফিয়া রাজ চালালেও এখন তাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সাংবাদ মাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখার সময়ই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সূত্রের খবর আতিক আহমেদের উপর গুলি চালানোর সময় শোনা গিয়েছিল জয় শ্রীরাম ধ্বনি। তারপরেই ১০ থেকে ১২ রাউন্ড গুলি চলে। একপ্রকার গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছিল আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরাফ আহমেদকে। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা উত্তর প্রদেশে। প্রয়াগরাজ জুড়ে জারি করা হয়েছে হাই এলার্ট। গতকাল রাতেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। তারপরেই পুলিশ আধিকারীকদের কড়া নির্দেশ দেন তিনি। সেই সঙ্গে একটি তদন্তকারী কমিশনও তৈরি করে দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। তাতে তিন সদস্যের বিচারবিভাগীয় প্রতিনিধি রয়েছেন। তাঁরা পুরো ঘটনার তদন্তের উপর নজরদারি চালাবে। দুদিন আগেই আতিক আহমেদের গ্যাংস্টার ছেলেকে এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে লুকিয়ে থাকা আতিক আহমেদের ছেলে আসাদকে এনকাউন্টারে হত্যা করেছে পুলিশ। সেই নিয়েও পুলিশ আধিকারীকদের কাছে জবাব তলব করেন যোগী আদিত্যনাথ। তারপরের দিনেই আতিক আহমেদকে হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর প্রদেশে। ২০০৫ সালে বিএসপি বিধায়র রাজু পাল হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আতিক আহমেদ। সেই সঙ্গে চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে উমেল পাল হত্যাকাণ্ডেও নাম জড়িয়েছিল আতিক আহমেদের। সেই ঘটনার পর যোগী আদিত্যনাথ কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন কোনও ভাবেই অপরাধীদের রেয়াত করা হবে না। তাঁদের যোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে। তারপরেই আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাইকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটে।

ভারতেই এমন রাজ্য রয়েছে যেখানে রেলপথ নেই

কলকাতা ঃ ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদূরপ্রসারী। লর্ড ডালহৌসী প্রথম মুম্বই থেকে থানে পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করেছিলেন। তারপর গোটা ভারতজুড়েই তা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৭ বছর পরেও এমন রাজ্য রয়ে গিয়েছে, যেখানে রেললাইন পৌঁছয়নি। স্বভাবতই রেল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রাজ্য। জানেন কোন সেই রাজ্য যেখানে রেললাইন নেই, রেল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত মানুষ ট্রেনে চড়তে গেলে তাদের পাড়ি দিতে হয় ভিনরাজ্যে? ভারতে এমন একাধিক কেন্দ্রশাসিক অঞ্চলও রয়েছে, যেখানে কোনো রেলপথ প্রবেশ করেনি। রেল নেটওয়ার্ক চালু করার জন্য ইতিমধ্যে অবশ্য উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে সিকিম হল ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে রেলওয়ে স্টেশন নেই। এই রাজ্যটি এখনও রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত নয়। রাজ্যটি অন্যান্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য এবং শহরগুলির সঙ্গে সড়কপথে সংযুক্ত। সিকিমের ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক রাজ্যকে দেশের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে। ভারতে মোট ২৯টি রাজ্য রয়েছে। তারমধ্যে একমাত্র সিকিমে রেললাইন নেই। সিকিম ব্যতীত ভারতে আরো কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও রেললাইনের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। ভারতে এমন চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে, যেখানে রেললাইন নেই। রেললাইন নেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ এবং লাক্ষাদ্বীপ। কেজরিওয়াল দুর্নীতিগ্রস্ত হলে দুনিয়ার কেউ সৎ নন, সিবিআই তলবের পর মোদীকেও নিশানা রেলব্যবস্থাহীন সিকিমকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সিভোক-রাংপো রেললাইন নির্মাণের কাজ চলছে। ২০২২ সালেই সিকিমে রেললাইন চালু হয়ে যাবে বলে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছে ইরকন ইংটারন্যাশনাল কোম্পানি। সিকিমের গ্যাংটক এই রেল এক্সটেনশনে যুক্ত হবে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রেলমন্ত্রক পাস করেছিল এই প্রকল্পের। তারপর থেকে কাজ চলছে সিকিমের রেললাইনের। এখন পর্যন্ত ৭৫ শতাংশ রেললাইন পাতার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। গত কয়েক বছরে, রাজ্যে রেললাইন তৈরির অনেক পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ করা যায়নি। এল নিনোর সম্ভাবনা বাড়ছে এবার, কড়া সতর্কতা জারি ভারতের আবহাওয়া বিভাগের এই রাজ্যে রেলওয়ে স্টেশন না থাকার প্রধান কারণ হল সিকিমের প্রায় সব এলাকাতেই উঁচু পাহাড় অবস্থিত। তার ফলে এখানে রেললাইন নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন। সেই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রেললাই নির্মাণ হচ্ছে। এই বছরই রেললাইন চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সিকিমে রেল নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ প্রথম নেওয়া হয়েছিল ২০০৯ সালে। মমতা বংদ্যোপাধ্যায় তখন রেলমন্ত্রী ছিলেন। ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের পর কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা থমকে যায় অচিরেই। তবে তা আবার শুরু হয় ২০১৬ সালে। নতুন রেললাইন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সেবক থেকে সিকিমের রাংপো পর্যন্ত। এই রেলপথের দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। রংপো, রিয়াং, তিস্তাবাজার এবং মেল্লিতে স্টেশন নির্মাণ হচ্ছে। ১৩টি সেতু এবং ১৪টি টানেল কভার করবে। রেল প্রকল্পে ১৩৩৯ কোটি টাকা খরচ হবে। ।

বিরোধী ঐক্যের জন্য তৎপর রাহুল গান্ধী

কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে এবং রাহুল গান্ধী প্রথমে নীতীশ কুমার ও তেজস্বী যাদবের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর কথা হলো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আর মাত্র বছরখানেক বাকি। অবশেষে বিরোধী ঐক্যের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন রাহুল গান্ধী। খাড়গেকে সামনে রেখে তিনি একের পর এক বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে কথা বলছেন। ইতিমধ্যে নীতীশ কুমার, তেজস্বী যাদব এবং শরদ পাওয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে। এই তিন নেতাই অবশ্য ইউপিএ-তে আছেন। জেডি ইউ, আরজেডি, এনসিপি হলো কংগ্রেসের জোটশরিক।

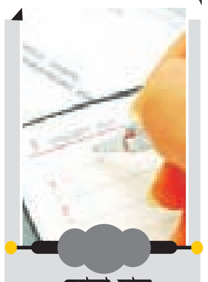

সোনা দাস
প্রাবন্ধিক

ফলে আগে নিজের জোট্রে নেতাদের সঙ্গে কথা বলে, তারপর জোটের বাইরে দিকে তাকাবার নীতি নিয়েছেন রাহুলরা। গত বুধবার মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে আসেন নীতীশ কুমার ও তেজস্বী যাদব। এই বৈঠকের পর রাহুল গান্ধী জানান, ''এটা হলো ২০২৪-এর নির্বাচনে বিরোধী ঐক্যের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আমরা একটা ভিশন তৈরি করব। বিজেপিকে হারাতে বিরোধীরা কোন পথে চলবে, সেই ভিশন।''

লোকসভা থেকে কিছুদিন আগেই বহিষ্কৃত হওয়া রাহুল বলেছেন, ''এটা একটা প্রক্রিয়া। আমরা চাই আরো বেশি করে বিরোধী দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিক। আমরা একসঙ্গে সকলে মিলে এগোব। আমরা একটা মতাদর্শগত লড়াই লড়ছি। আমাদের এক হয়ে লড়াই করতে হবে।''

খাড়গে, নীতীশ কুমার এবং তেজস্বী একটা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে খাড়গে বলেন, ''বৈঠকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা এক হয়ে লড়াই করব। সব বিরোধী দলের ঐক্য চাইছি আমরা।''

নীতীশ কুমার বলেছেন, ''আমরা সবাই আলোচনা করেছি। যত বেশি সম্ভব দলকে একজোট করার চেষ্টা করব। সবাই একসঙ্গে মিলে চলব। যারা একসঙ্গে আসতে রাজি হবেন, তাদের সবাইকে নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব। অনেক দল একজোট হবে।''

বৃহস্পতিবার রাতে এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে কথা বলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধী। এই বৈঠকও খাড়গের বাড়িতে হয়।

বৈঠকের পর শরদ পাওয়ার বলেন, ''আমি চাই, সব বিরোধী নেতার সঙ্গে কথা হোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালসহ সব বিরোধী নেতার কাছে আমাদের যেতে হবে ও কথা বলতে হবে। আমরা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে এগোব।''

খাড়গে জানিয়েছেন, ''শরদ পাওয়ার মুম্বই থেকে দিল্লি এসেছেন এবং আমাদের পথনির্দেশ দিয়েছেন। আমরা সব বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। দেশের গণতন্ত্র, সংবিধান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাঁচাতে গেলে এই ঐক্য দরকার।''

রাহুল গান্ধী বলেছেন, ''বিরোধী ঐক্যের সূচনা হয়েছে। সব দল এই প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধ। আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকব।''

শুধু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গেই নয়, নীতীশ কুমার এরপর সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি এবং সিপিআইয়ের ডি রাজার সঙ্গে বিরোধী ঐক্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এরপর সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, ''বিরোধী ঐক্যের বিষয়টি এখন গতি পেয়েছে। বিরোধী ঐক্য হবে। রাজ্যস্তরে আসন সমঝোতা হবে।'' তবে তিনি এটাও বলেছেন, ''ভারতে ভোটের পরে জোট গঠিত হয়। এনডিএ, ইউপিএ সবই এভাবেই তৈরি হয়েছিল।''

নীতীশ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গেও দেখা করেন।

ভারতে ভোটের আগে যখনই বিরোধী ঐক্যের প্রয়াস হয়, তখনই প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি এটা সম্ভব?

ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর এনডিটিভিকে বলেছেন, ''২০২৪-এ প্রকৃত বিরোধী ঐক্য সম্ভব নয়।'' তার মতে, ''বিরোধীদের মতাদর্শগতভাবে একজোট হতে হবে। তাদের নিজেদের শক্তি বুঝতে হবে। হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদ ও জনকল্যাণের বিষয়টি বুঝতে হবে। হিন্দুত্বের মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে বিরোধী জোটের একটা মতাদর্শ থাকতে হবে।''

বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, ''বিরোধী নেতারা সবাই প্রধানমন্ত্রী হতে চান। নীতীশ কুমার তাই খাড়গে ও রাহুল গান্ধীকে খুশি করতে চাইছেন। নীতীশের এটা জানা নেই, ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নেই।''

বিরোধীদের সামনে দুইটি প্রশ্ন আছে, তারা জিতলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, আর ভোটের সময় কে জোটকে নেতৃত্ব দেবেন? সূত্র জানাচ্ছে, রাহুলদের ফর্মুলা হলো, এ সব বিষয় নিয়ে এখন আলোচনাই করা হবে না। জিতলে ভোটের পর এই নিয়ে কথা হবে। আপাতত মোদীকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে, সেই বিষয়টাই ঠিক করা হবে।

সম্পাদকীয়

তৃণমূল ও বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখার যত হিসাবনিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত দ্রুত পাল্টায়। ছয় মাসের ব্যবধানে নতুন করে বুঝতে হয় কে কার শত্রু বা বন্ধু, কার রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, কার কপাল খুলছে। তাই মাঝেমধ্যে লিখে পরিস্থিতি বুঝতে হয়। না লিখলে বোঝা যায় না কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে, বাইরে থেকে বিষয়টা এতই জটিল। গত ডিসেম্বর মাসে লিখেছিলাম, ২০২২ সাল তৃণমূল কংগ্রেসের স্বস্তিতেই কেটেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলেও কি অবস্থা অনুরূপ? না কিছু পরিবর্তন ঘটেছে? একনজরে গত চার মাসের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাগুলো দেখে নেওয়া যাক। এক. তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভা উপনির্বাচনে মুর্শিদাবাদের একটি আসনে (যেখানে জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ মুসলমান) হেরেছে। এরপর মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। দুই. উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোটের ভোট ভালো রকম বেড়েছে, কমেছে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি)। তিন. পশ্চিমবঙ্গে বড় গোষ্ঠীদাঙ্গা হয়েছে। চার. বিজেপিশাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে উন্নত

পরিষেবার জন্য একের পর এক সার্টিফিকেট পেয়েছে তৃণমূল সরকার। পাঁচ. জাতীয় স্তরে বিজেপির মধ্যে একধরনের উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে, সম্ভবত রাহুল গান্ধী কিছুটা সক্রিয় হওয়ার ফলে। ছয়. তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের পরিচয় খারিজ হয়ে গিয়েছে। সাত. ২০২২ সালের মতোই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লম্বা হয়েছে, পুরোনো মামলা চলছে এবং নতুন মামলা তালিকাভুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি আরও কিছু নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আট. অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ছয় মাসে দলের ভেতর নিজের জায়গা আরও মজবুত করেছেন। নয়. ত্রিপুরাসহ অন্যান্য রাজ্যে পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা 'প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়' স্লোগান দেওয়া বন্ধ করেছেন। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে কর্মীদের খুব উৎসাহিত করছেন বলে মনে হয় না। দশ. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়বে। এ ১০ ঘটনার ভিত্তিতে কিছু বিষয় উপস্থাপন করা যায়। যেমন প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোটের সামান্য উত্থান বিপর্যয় ডেকে আনছে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয় বিজেপির। কারণ, মমতাবিরোধী ভোট বাম জোট ও বিজেপির মধ্যে ভাগ হচ্ছে। এতে লাভ তৃণমূল কংগ্রেসের। কারণ, বিজেপির ভোট বিধানসভায় প্রায় ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে, আর বামেদের সাড়ে ৫ শতাংশে। সেখান থেকে বিজেপির ভোট কমে যদি ২০ শতাংশে পৌঁছায়, আর বামেদের ভোট বেড়ে ২০ থেকে ২৫ শতাংশের আশপাশে চলে যায়, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে খুশি আর কেউই হবেন না। কারণ, প্রায় দেড় দশক ধরে মোটামুটি ৪০ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে ভোট পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দ্বিতীয়ত, বিষয়টা এখন আর খুব একটা পরিষ্কার নয় যে, পশ্চিমবঙ্গে ও কেরালায় বিজেপি সত্যিই ক্ষমতায় আসতে চায় কি না। এ দুই রাজ্যে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। এ দুই রাজ্যে বিরোধিতা থাকলে ভারতের বাকি অংশে প্রচার করা যায়, এখানে 'জিহাদি' তৎপরতা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, গ্রুপ ও বক্তাদের ভাষণে সারাক্ষণ 'জিহাদি' কথাটি ব্যবহার করা হয়। এ দুই রাজ্যে বিরোধীরা ক্ষমতায় না থাকলে বিজেপির পক্ষে 'ভিকটিমহুড ন্যারেটিভ' বা 'হিন্দুরা আক্রান্ত'-এ আখ্যান তুলে ধরা মুশকিল। তৃতীয়ত, রাহুল গান্ধীকে নিয়ে হঠাৎ যে আলোড়ন শুরু হয়েছে, তা হয়তো কিছুটা উৎকণ্ঠায় ফেলেছে বিজেপিকে। এর কারণ, উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যে (মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তরাখন্ড ও হিমাচল প্রদেশ) বিজেপি গতবার ১১০টি আসনের মধ্যে ১০৬টি পেয়েছিল। এই ১১০ আসনে মোটামুটিভাবে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই সরাসরি (যদিও আম আদমি পার্টির সামান্য উত্থান হয়েছে)। এখানে রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রভাব পড়লে বিজেপির বিপদ বাড়বে। মনে রাখা প্রয়োজন, ২০২৪ সালে বিজেপিকে ১০ বছরের ক্ষমতায় ফলে একটি সরকারের বিরুদ্ধে যে সাধারণ বিরোধিতা ও অসন্তোষ তৈরি হয় তাকে মোকাবিলা করতে হবে। এ ছাড়া, একটি বড় রাজ্য বিহারে তারা অতীতে ভালো ফল করলেও বর্তমানে ক্ষমতায় নেই।

সাময়িকী

চীন রাশিয়া সৌদি ইরান মিলে ডলারকে কতটা কাবু করবে

ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ সম্প্রতি মস্কোতে অনুষ্ঠিত ভ্লাদিমির পুতিন ও সি চিন পিংয়ের বৈঠক এবং ইরান ও সৌদি আরবকে এক টেবিলে বসানোর বিষয়ে চীনের দৃশ্যমান সাফল্য এ বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজোড়া একচ্ছত্র খবরদারিকে, বিশেষ করে মার্কিন ডলারের একচেটিয়া প্রভাবকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে কি না, সেই প্রশ্নটিকে আরও একবার সামনে নিয়ে এসেছে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমন্বয়ে গড়ে তোলা সংগঠন ব্রিকস-এর ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন করে সম্প্রতি প্রকাশিত আমার বৈশ্বিক নীতিবিষয়ক একটি লেখার প্রতিক্রিয়ায় আমি এ ধরনের মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি।

জিম ও'নিল
কলামিস্ট

ব্রিকস নামক গ্রুপটি বর্তমানে ইরান ও সৌদি আরবসহ আরও কয়েকটি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে। বিষয়টি ব্রিকসের সদস্যপদ দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং সংগঠনটির নিজস্ব ব্যাংক 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক'-এর ভূমিকা নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন তুলতে পারে। তবে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, অধিকতর বড় ও ব্যাপকতর প্রভাবশালী ব্রিকস প্লাস সত্যিই কি ডলারকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে কি না।

বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় ডলারের ভূমিকা হুমকি মুখে পড়া নতুন কিছু না। ১৯৮০-এর দশকে আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করার পর থেকে প্রায়ই এই জিনিস দেখে আসছি। তবে এটি অবশ্যম্ভাবী যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির অবস্থান থেকে যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো দিন পড়ে যায়, তাহলে ডলার অবস্থাও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পাউন্ড স্টার্লিং-এর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য ছিল (যদিও পাউন্ড তার বিশ্বব্যাপী প্রভাব থেকে একেবারে ছিটকে যায়নি)।

ডলারের দীপ্তি ফিকে হয়ে যাওয়াটা এক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খারাপ কিছু হবে না। কারণ, বিশ্বের প্রধান রিজার্ভ মুদ্রা ইস্যু করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে যে দায়দায়িত্ব নিতে হয় তার অনেকটাই এর ফলে লাঘব হবে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র আর আগের মতো প্রভাব ধরে রাখতে পারছে না, সেখানে আমেরিকান মুদ্রাব্যবস্থা ও ফেডারেল রিজার্ভের অভ্যন্তরীণভাবে চালিত অগ্রাধিকারের ওপর অন্য সবার খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকাটা ভালো হবে না। এ অবস্থায় অন্যান্য দেশ তাদের নিজেদের মুদ্রা ও নিজেদের আর্থিক নীতিকেই বেশি পছন্দ করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অতিরিক্ত প্রভাবিত নয় এমন দেশগুলোকেই বাণিজ্য অংশীদার করার বিষয়ে তারা বেশি আগ্রহী হবে। কিন্তু ব্যাপার হলো, যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে উদীয়মান শক্তিগুলো একজোট হয়ে যে অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখাচ্ছে, তা এখনো যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্য কোনো হুমকি নয়। বিশেষ করে ব্রিকস এবং সম্ভাব্য ব্রিকস প্লাসভুক্ত দেশগুলো নিজেরাই হাজার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে হাঁপাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত তারা শুধু প্রতীকী যৌথ বিবৃতি দেওয়ার বাইরে আসলে কী অর্জন করতে পেরেছে, তা স্পষ্ট করতে পারেনি। এ গ্রুপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির দেশ হলো ভারত ও চীন। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে এতটাই সাপে নেউলে সম্পর্ক যে তাদের মধ্যে যেকোনো বিষয়ে সহযোগিতামূলক আচরণ একেবারেই দুর্লভ ঘটনা। যতক্ষণ না এই দুই দেশের মধ্যে বৈরী ভাব না কাটছে, ততক্ষণ ব্রিকস তো দূরের কথা, আরও দেশ অন্তর্ভুক্ত করে গড়ে তোলা ব্রিকস প্লাসের পক্ষেও ডলারের সামনে কোনো গুরুতর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা সম্ভব হবে না। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশ ভারত ও চীনের মধ্যে সহযোগিতার অভাব আমাকে প্রায়ই হতাশ করে। যদি এই দেশ দুটি তাদের ঐতিহাসিক শত্রুতা কাটিয়ে উঠতে পারে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সব পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করার মতো একটি উচ্চাভিলাষী অ্যাজেন্ডা তৈরি করতে পারে স্বাস্থ্যহুমকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য ব্রিকসচালিত চ্যালেঞ্জের ধারণাটি শুধু প্রশংসনীয় নয় বরং অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই দিক বিবেচনা করে আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, চীনকে তার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) মহাপ্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নে সহযোগিতা করতে ভারতকে আগবাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে বিআরআইয়ের উচ্চাভিলাষী অ্যাজেন্ডা উপলব্ধি করা এশিয়াকে অনেক বেশি শক্তিশালী করবে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিআরআই ইস্যুতে সেই ঐক্য গড়া না গেলে বিআরআই একটি সংকীর্ণ চীনা উদ্যোগ হিসেবেই থেকে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে পয়লা বৈশাখের উদযাপন

পায়েল সামন্ত

বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে আয়োজনের ত্রুটি নেই পশ্চিমবঙ্গে। যদিও উদযাপনের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

১৪৩০ বঙ্গাব্দকে স্বাগত জানাচ্ছে এই বাংলা। নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে হোর্ডিং সারা বাংলাজুড়ে। সেজে উঠেছে দোকান বাজার। রেস্তোরাঁয় বিশেষ খানাপিনার আয়োজন। নববর্ষের উৎসবে পান্তা ও শুঁটকি ভাগ করে খাওয়ার আনন্দ। শাড়ির সঙ্গে পাঞ্জাবি আজ পশ্চিমি পোশাককে টেক্কা দিচ্ছে।

বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটি বইপাড়ার বড়দিন। কলেজ স্ট্রিট চত্বর সেজে উঠেছে ফুলমালায়। প্রকাশকদের ঘরে এ দিন ঢালাও মিষ্টি, পানীয়ের আয়োজন। বেলা গড়াতেই লেখক সাহিত্যিকরা আসতে শুরু করেন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় উপস্থিত পাঠককুল। সেখানেই আলাপচারিতা, বইয়ের আড্ডা। কোনো কোনো প্রকাশনা সংস্থা নতুন বই প্রকাশ করে এ দিন। কোনো প্রকাশক ঢালাও ছাড়ের উপহার দেন পাঠককে।

বই পড়ার অভ্যাস কমেছে, অডিও ভিস্যুয়াল কেড়ে নিচ্ছে সেই পরিসর। এমন কথা অহরহ শোনা যায়। তবে বছরপয়লায় কলেজ স্ট্রিটে লেখক-পাঠকের উপস্থিতিতে যে উষ্ণতা লক্ষ্য করা যায়, তা অন্য কথা বলে। পাঠকদের বেষ্টনীতে বসে সাহিত্যিক অমর মিত্র ডয়চে ভেলেকে বলেন, আগে মূলত পয়লা বৈশাখে নতুন বই বেরোত। এখন সিজন পাল্টেছে, বইমেলায় বেরোয়। কিন্তু তাতে এ দিন বইপাড়ায় আড্ডা দেয়ার আনন্দ কমেনি।

লেখক-প্রকাশক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এই আড্ডাকেই গুরুত্ব দিলেন। তিনি বলেন, বই প্রকাশের ক্ষেত্রে পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব আগের মতো নেই। তবে মেলায় ভিড়ের জন্য লেখক-পাঠকের মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ থাকে না। বছরের শুরুর দিনে কলেজ স্ট্রিটে সেই সুযোগটা হয়। সেখানেই পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব।''।

প্রকাশকদের ঘরে এ দিন সাজ সাজ রব। কলকাতার অগ্রণী প্রকাশক দেজ পাবলিশিং-এর নববর্ষ উদযাপন এ বার ৫২ বছরে। প্রকাশনার অন্যতম কর্ণধার শুভঙ্কর দে বলেন, এ বারের আড্ডার আকর্ষণ লেখকদের গান, কবিতাপাঠ। সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র বলেছিলেন ম্যাজিক দেখাবেন। কিন্তু তার অভ্যাস না থাকায় যাত্রার সংলাপ বলতে চাইলেন। উনি একসময় যাত্রায় অভিনয় করেছেন। লেখকরা যে যা পারেন, সেটাই আড্ডায় তুলে ধরছেন।

নতুন বছরকে আবাহনের পাশাপাশি বৈশাখের প্রথম দিনে নতুন খাতা বা হালখাতার পার্বণে মেতে ওঠে বাঙালি। সিদ্ধিদাতা গণেশ ও লক্ষ্মীপুজো করেন ব্যবসায়ীরা। এ বছরের নতুন খাতা খোলা হয়। দোকানে ভিড় জমান ক্রেতারা। মিষ্টিমুখ করানো হয় তাদের। গত কয়েকবছর দীপাবলির আগে ধনতেরাস উৎসবের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে বাংলায়। তবু চিরাচরিত রীতি মেনে আজো বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে কলকাতার বৌবাজার এলাকায় হালখাতা পালিত হয়। ঝলমলে বিপণি সাজানো হয়। স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশ শাসমল বলেন, ধনতেরাসে অবাঙালিদের আগ্রহ বেশি। বাঙালিরাও তা নিয়ে মেতেছে। তবে পয়লা বৈশাখেও দোকানে ভিড় হয়। কেনাকাটা বেশি হয় ধনতেরাসে।''

যাত্রাশিল্প তার গৌরবের দিন পার করে এসেছে। বছরপয়লায় যাত্রাপাড়াও গমগম করত। একসময় গ্রামবাংলায় যাত্রার মৌসম ছিল চৈত্রবৈশাখ। এ সময় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেতে থাকে গ্রামীণ এলাকা। তাই গাজন, চড়ক, চৈত্র সংক্রান্তি, নববর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যাত্রার আয়োজন করতেন। তাই এই সময়টা যাত্রাশিল্পের কলাকুশলীরা খুব ব্যস্ত থাকতেন।

পয়লা বৈশাখ কলকাতার যাত্রাপাড়া চিৎপুরে হালখাতা হত। উদ্যোক্তারা বায়না দিতেন, যাত্রাদলের কর্তারা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। আজ সেই পাড়া শুনশান। এই আক্ষেপ ঝরে পড়ল ভৈরব অপেরার কর্ণধার মেঘদূত গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়। পালাকার প্রযোজক নির্দেশক মেঘদূত বলেন, সরস্বতী পুজো, পয়লা বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া মানে যাত্রাপাড়ায় উৎসব। অফিসঘর সাজানো হত। কত মানুষ আসতেন। আজ সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। টিকে আছে রথের দিনটি।

টালিগঞ্জে পয়লা বৈশাখ নতুন ছবির শুভ মহরত হতো একটা সময়ে। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন আমন্ত্রিত থাকতেন। ক্যামেরা, ক্ল্যাপস্টিক পুজো করা হতো। এর সঙ্গে হইহুল্লোড়, খাওয়াদাওয়া। চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা সেন বলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যের। আমরা টলিপাড়ায় আর নববর্ষ পালন করি না। এটা দেখেই বোঝা যায়, আমাদের সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথে।

কর্পোরেটে মোড়া হলেও বাঙালির নববর্ষের সংস্কৃতিকে কিছুটা ধরে রেখেছে ময়দান। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানে কৃতী বাঙালি ফুটবলার এখন হাতে গোনা। তবু বছরের প্রথম দিন বড় ক্লাবের মাঠে বারপুজো হয়। ভিড় জমান কর্তা থেকে সমর্থকরা। এই দৃশ্যও কি যাত্রা বা টলিপাড়ার মতো ভাবীকালে হারিয়ে যাবে, পয়লা বৈশাখ এই প্রশ্ন রেখে গেল!

জানা অজানা

মায়ের কাছে ব্রহ্ম জ্ঞানের চাবি কাঠি

সুনীল কুমার দে

আমরা মাকে আগে ডাকি কেন? কারন আমরা দশ মাস দশ দিন প্রথমে মাতৃ গর্ভে থাকি।তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথমে মায়ের মুখ দেখি ও মা বলে ডাকি।তারপর মাতৃ দুগ্ধ পান করে বড় হই।মায়ের হাত ধরেই বাবার কাছে যাই ও পিতৃ পরিচয় পাই।ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, মায়ের কাছে ব্রহ্ম জ্ঞানের চাবি কাঠি।মা দুয়ার ছেড়ে দিলে তবেই আমরা বাবার কাছে বা ভগবানের কাছে যেতে পারবো।তাই আগে আমরা মাকে ডাকি ও মায়ের উপাসনা আগে করি।ঠাকুর কথামৃতে একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এই তত্ত্ব টিকে বুঝিয়েছেন। রাম,লক্ষ্মণ ও সীতা অর্থাৎ ঈশ্বর, মায়া ও জীব।তিনজন একই লাইনে আছেন।রাম ও লক্ষ্মণের মাঝখানে যেহেতু সীতা দেবী আছেন তাই লক্ষ্মণ ,রামচন্দ্র কে দেখতে পাচ্ছেন না এত কাছে থাকা সত্ত্বেও।সেজন্য লক্ষ্মণ কে প্রার্থনা করতে হয় সীতা দেবী কে মাঝখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য।সীতা দেবী সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ কে পথ ছেড়ে দিলে তবে লক্ষ্মণ,রাম কে দেখতে পান।আমাদের জীবনেও ঠিক তাই।জীব ও ঈশ্বরের মাঝখানে মায়ার আবরণ আছে।এই মায়া যতক্ষন না পর্য্যন্ত সরে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষন জীব ঈশ্বর কে দেখতে পাবে না।এই সীতাদেবী ই হলো মায়া বা মা।এই মায়ের যতক্ষণ না পর্যন্ত কৃপা পাচ্ছি ততক্ষন পর্যন্ত আমাদের ঈশ্বর লাভ হবে না।এই মহামায়া ই হলো ঈশ্বরের আল্হাদিনী শক্তি।এই শক্তির দ্বারাই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, প্রতিপালন করেন আবার ধ্বংস ও করেন।ঠাকুর তাই বলেছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যখন জল স্থির থাকে তখন তাকে ব্রহ্ম বলি কারন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়।আবার যখন জলের তরঙ্গ হয় তখন তাকে শক্তি বলি। সূর্য ও তার কিরণ যেমন অভেদ,আগুন ও তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ,বরফ ও তার শীতলতা যেমন অভেদ তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।শিব ও শক্তি,লক্ষ্মী ও নারায়ণ,রাম ও সীতা,কৃষ্ণ ও রাধা,গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া,রামকৃষ্ণ ও সারদা একই শক্তির দুই রূপ,এক ও অভিন্ন।আমাদের মা সারদাদেবী অনেকবার ভক্তদের বলেছেন, আমি ও ঠাকুর এক ও অভিন্ন।যদিও ঠাকুর ও মা , ব্রহ্ম ও শক্তি এক তবু আমরা আগে মাকে ডাকি।কারন মায়ের কাছে আবদার বেশি,স্নেহ ও ভালোবাসা বেশি ও মায়ের কাছে ব্রহ্ম জ্ঞানের চাবি কাঠি।মা কৃপা করে রাস্তা ছেড়ে দিলে তবেই আমরা ঠাকুরের কাছে যেতে পারবো ও তার দেখা পাবো।

পাঠকের চিঠি

দাবানল থেকে ছড়াতে পারে ভয়ংকর রোগ

জলবায়ু পরিবর্তন আর পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বছরের পর বছর ধরে দাবানলে পুড়ছে বনভূমি। মরছে বন্যপ্রাণি। হেক্টরের পর হেক্টর বনভূমিতে আগুন লাগায় ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে। আগে ধারণা ছিল, এ ধোঁয়া থেকে মানুষের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি গবেষণা বলছে, দাবানলেই ছড়াতে পারে ভয়াবহ সংক্রামক সব রোগ। দাবানল থেকে ছড়াতে পারে ভয়ংকর সংক্রামক ব্যাধি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে এমন তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে, অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঝুঁকিতে আছেন এ দূষণ থেকে। বিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাবানল থেকে সৃষ্টি হওয়া ধোঁয়ায় ক্ষতিকর প্রায় ৯০০টি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সন্ধান পেয়েছেন। মস্কোর আইডাহো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. লেডা কবজিয়ার বলেন, দাবানলের ধোঁয়ার প্রাদুর্ভাব যেখানে ছিল না, সেখানে এসব অনুজীবের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বনাঞ্চল পুড়ে যাওয়ায় ওই অঞ্চলের বাতাসে ধোঁয়ার সঙ্গে ক্ষতিকর অনুজীব মিশে যায়। ধোঁয়ায় মিশে থাকায় সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিও এদের ধ্বংস করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ড. কবজিয়ার বলেন, এরইমধ্যে বেশ কিছু অনুজীব শনাক্ত করা হয়েছে, যেগুলো শ্বাসতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে যেমন অ্যাজমা। এমন অনেক ধারণা আছে দাবানল থেকে ভয়ংকর স্বাস্থ্যঝুঁকির। দাবানলের লেলিহান শিখা ধ্বংস করে দিয়ে যায় আশপাশের সবকিছু, নিবিড় বনভূমি থেকে বন্যপ্রাণী। দাবানলের প্রলয়ঙ্কারী ধোঁয়া হতে পারে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের মতো জীবাণুর বাহক।

সোম্য দাস, মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

গৌরডিহ ঃ সরহুল পুজোয় প্রকৃতিপ্রেমীদের জমেছে ভিড়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসানা জেলার অন্তর্গত নিমডিহ ব্লকের গৌরডিহ গ্রামে আদিবাসী ভূমিজ সারনা সমিতি গৌরডিহ দ্বারা প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য সরহুল পূজার আয়োজন করা হল। সকালে পাহান ভোলানাথ সিং ও জওহরলাল সিং সারহুল থানে শাল ফুল দিয়ে পূজা করেন। দুপুর থেকে শত শত নারীপুরুষ পরিবেশন করেন সরহুল নৃত্য। আয়োজক দলের সদস্য মদন সিং সর্দার বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা জল, বন ও ভূমি রক্ষায় প্রাচীনকাল থেকেই সরহুল পূজার আয়োজন করে আসছেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই সরহুল মাতার কাছে প্রার্থনা করি প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে

এবং পৃথিবীর চির সবুজের জন্য। তিনি বলেন, প্রকৃতি মানব সমাজের খাদ্যদাতা এবং জীবের রক্ষাকর্তা। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এই অনুষ্ঠানে পাহান ভোলানাথ সিং ও জওহরলাল সিং, মদন সিং সর্দার, আজব সিং, বিনোদ সিং, টুটুল সিং, জনার্দন সিং, উদয় কৃষ্ণ সিং, ফুলচাঁদ সিং, ত্রিলোচন সিং, বাহাদুর সিং, সুনীল সিং, অশ্বিনী সিং, কালিপদ সিং, লালমোহন সিং, লক্ষ্মণ সিং, অম্বুজ সিং, শঙ্কর সিং, কৃষ্ণ পদ সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাতাজী আশ্রম হাতায় নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন, বাংলা ভাষা শিক্ষা ও শুরু করা হলো

পোটকা ঃ বিগত ১৫ এপ্রিল ২০২৩ বৈকাল চার টায় সময় শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী সেবা প্রতিষ্ঠান মাতাজী আশ্রম হাতায় রামকৃষ্ণ মন্দিরে বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো।অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আশ্রমের সঞ্চালক সুনীল কুমার দে উপস্থিত ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে নববর্ষের প্রীতি,শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ও তার স্বরচিত গানের মাধ্যমে সবাইকে নব বর্ষের শুভ কামনা দেন।তিনি বলেন,,,

সুখে থেকো ভাই বন্ধু সবাই নববর্ষে এই কামনা।

সবার জীবনে শান্তি আসুক প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা।।

তিনি নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আহ্বান জানান।এই উপলক্ষে শিক্ষাবিদ সনত মণ্ডল,ভবতারণ মণ্ডল,তপন মণ্ডল,কমল কান্তি ঘোষ ও নব বর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানান। এই উপলক্ষে সুনীল কুমার দে,লোচনা মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,সুজাতা মরল, ভাস্কর দে,তড়িৎ মণ্ডল আদি ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।এই উপলক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শেখার জন্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ দেওয়া ও খাতা কলম দেওয়া হয়।শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিশা ভকত,রিয়া মোদক,প্রিয়ঙ্কা মোদক,ঋতু রাজ ও বেবী রানী সরদার প্রমুখ ছিলো।প্রতি রবিবার সকাল ৯ টায় মাতাজী আশ্রমে নিশুলক বাংলা বাংলা শিক্ষা দেওয়া হবে যার সূচনা নব বর্ষে করা হলো।যে কেউ বাংলা ভাষা শিখতে চান মাতাজী আশ্রমে যোগাযোগ করতে পারেন।সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় ঠাকুরের আরতি হলো।কমল কান্তি ঘোষ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।সবশেষে হরিনাম করে নববর্ষ বরণ কার্য্যক্রমের পরি সমাপ্তি হলো।তারপর সবাই কে মিষ্টি মুখ করা হলো।অনুষ্ঠানের শেষে আশ্রমের সভাপতি কৃষ্ণ কান্ত মণ্ডল সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন।অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন করেন সুনীল কুমার দে।এই উপলক্ষ্যে,হীরালাল দে, সুধাংশু মিশ্র,প্রদ্যুত মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল,দিলীপ মণ্ডল,রামকৃষ্ণ সরদার,অমল বিশ্বাস,হেমচন্দ্রপাত্র,চিনু মা,বিশ্বামিত্রখন্দায়েত,রবীন্দ্রনাথ দাস,লোচনা মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,সুজতা মরল, অঞ্জলি মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,কাজল মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,তপন কুমার মণ্ডল,সঞ্জীব সাহ, নারায়ণ চ্যাটার্জি,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,বিদ্যুৎ পাল,চন্দনা পাল,যুথিকা মণ্ডল,পদ্মাবতী কুন্ডু,সমীর মণ্ডল,তপন মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল আদি অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

বিপরীত চিত্রের নেপথ্যে কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমলেও আয় বৈষম্য বেড়েছে। বেড়েছে ভোগ বৈষম্য। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, এতে প্রমাণ হয় দেশের সম্পদের একটি বড় অংশ কিছু মানুষের হাতে চলে যাচ্ছে। একটি উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই করতে হলে আয় বৈষম্য কমাতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং করোনাভাইরাস মহামারির বৈরী প্রভাবের পরও দেশের দারিদ্র্যের হার গত ছয় বছরে ৫.৬ শতাংশ কমেছে। তবে দারিদ্র্য কমলেও বড়েছে বেড়েছে আয় বৈষম্য। আয় বৈষম্য পরিমাপকারী জিনি সহগ ২০২২ সালে বেড়ে ০.৪৯৯ শতাংশ পৌঁছেছে। ২০১৬ সালে এটি ছিল ০.৪৮২ এবং ২০১০ সালে ছিল ০.৪৫৮। ফলে যারা আয়ের নিম্নসীমায় আছেন, তাদের সম্পদের পরিমাণ আগের চেয়ে আরো কমে গেছে। গরীবদের আয়বৃদ্ধির হারের তুলনায় ধনীরা অনেক বেশি হারে আয় বাড়িয়ে আরো ধনী হয়েছেন। জিনি সহগ শূন্য (০) দ্বারা সম্পূর্ণ সমতা প্রকাশ পায়। আর এ সহগ ১ হলে তা সম্পূর্ণ অসমতাকে নির্দেশ করে। ভোগসম্পর্কিত জিনি সহগ গত বছর ছিল ০.৩৩৪। বিবিএসএর উপাত্ত অনুযায়ী, এই সহগ ২০১৬ সালে ০.৩২৪ এবং ২০১০ সালে ০.৩২১ ছিল। তাই দেশে আয় বৈষম্য এবং ভোগ বৈষম্য দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএসএর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাসিক গড় পারিবারিক আয় ২০২২ সালে বেড়ে ৩২ হাজার ৪২২ টাকায় পৌঁছায়। ছয় বছর আগে ২০১৬ সালের সর্বশেষ জরিপের তুলনায় এটি প্রায় ১০২ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০১৬ সালে মাসিক গড় আয় ছিল ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। আর ২০১০ সালে এ আয় ছিল আরো কম ১১ হাজার ৪৭৯ টাকা।

২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, মোট আয়ে দারিদ্র্যসীমার সবচেয়ে নিচের দিকে থাকা ৪০ শতাংশ মানুষের অংশ ছিল ২১ শতাংশ আর সবেচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর অংশ ছিল ২৭ শতাংশ। আর ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাবএর ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের ১৬.৩ শতাংশ ছিল কেবল এক শতাংশ লোকের হাতে। আর দারিদ্র্যসীমার নিচের অর্ধেকের হাতে ছিলো ১৭ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ। আর অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচাক ড. আহসান এইচ মনসুর মনে করেন, তিনিটি কারণে এই আয় এবং ভোগ বৈষম্য বেড়েছে।

১. ধনীদের হাতে শহুরে ভূমির পরিমাণ বেশি। প্রতিবছরই এই জমির দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। আর তারা এই জমি ফেলে রাখছেন। ফলে কোনা বিনিয়োগ ছাড়াই তাদের আয় বাড়ছে।

২. নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে। এই সব পণ্য ব্যবসা আবার পাইকাারি ও আমদানি পর্যায়ে কিছু লোকের হাতে। ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়ার সঙ্গে তাদের আয়ও হু হু করে বাড়ছে।

৩. যারা যত ধনী তারা তত বেশি কর ফাঁকি দেয়। তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা যাচ্ছেনা। এর ফলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে। যাদের আয় কম তাদের সম্পদে প্রবেশাধিকার সংকুচিত হচ্ছে। ফলে যারা গরিব তারা আরো গরিব হচ্ছে। এটা একটা অসম অর্থনৈতিক অগ্রগতি। দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে। দরিদ্র মানুষের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। তাই জমির ফেলে না রাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ফেলে রাখলে ট্যাক্স বেশি দিতে হবে। আর ট্যাক্স আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা ট্যাক্স দেয়ার যোগ্য তাদের পুরো ট্যাক্স আদায় করতে হবে। তাহলে আয় বৈষম্য কমবে। স্বল্প আয়ের মানুষের সম্পদে প্রবেশাধিকার বাড়বে, বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ।

ভোগ বৈষম্যের কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সেই অনুযায়ী আয় না বাড়া। আহসান এইচ মনসুর মনে করেন, তবে যারা ভোগ করছে তারা করুক। তাদের ভোগে আরো উৎসাহিত করা দরকার। এতে অর্থনীতিতে উৎপাদন বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে। ভোগে বাধা দিলে তারা তো দেশের টাকা নিয়ে বিদেশে ভোগ করবেন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে যদি আয় বৈষম্য বেড়ে যায় তাহলে ফসলটা সমাজের উচ্চ বিত্তদের হাতে চলে যায়। সাধারণ মানুষ এর সুফল পায়না। দেশে এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের জীবন ব্যয়বহুল হয়ে গেছে এবং তারা কষ্ট পাচ্ছে।

তার কথায়, জিনি সহগ ০.৫ হলে সেদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ বলা হয়। আমাদের এখানেও তো এটা তো প্রায় ০.৫ হয়ে গেছে। ফলে আমাদের দেশ এখন উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশে পরিণত হয়েছে। এর ফলে একদিকে নিঅঙ্ক আয়ের মানুষ বাড়বে, অন্যদিকে উচ্চ আয়ের মানুষের আয় আরো বাড়বে। এটা অব্যাহত থাকলে কোটিপতি বাড়তে থাকবে। শুধু ধনীরাই যদি সরকার চালায় তাহলে এই অবস্থাই হবে।

তিনি বলেন, এ থেকে বেরিয়ে আসার অনেক মডেল আছে। কেরালা মডেল তার একটি। শিক্ষার অধিকারে বৈষম্য কমাতে হবে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। আরো অনেক ব্যবস্থা আছে।

দুইজন অর্থনীবিদই মনে করেন, গড় আয় দিয়ে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়না। কারণ গড় আয় দিয়ে কার কত আয় তা বোঝা যায়না।

‘ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কেবল বিএনপি নয়, আওয়ামী লীগও করছে’

ঢাকা ঃ জামায়াতে ইসলামী বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে এই মন্তব্য করেছেন বিএনপির সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। আওয়ামী লীগ টানা তিনবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেও কেন জামায়াত নিষিদ্ধ করছে না, এমন প্রশ্ন তুলেছেন রুমিন ফারহানা। তিনি বলেন, ''এই প্রশ্নটি আমি বারবার তুলি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ এর উত্তর দিতে পারলো না।'' বিএনপি কেন জামায়াতের সঙ্গ ছাড়ছে না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ''তর্কের খাতিরে বলছি। আমরা তো খারাপ, তাই জামায়াতকে নিয়ে আছি। আওয়ামী লীগ তো সহীহ, আওয়ামী লীগ তো সাধু, আওয়ামী লীগ তো বাংলাদেশের একমাত্র অসাম্প্রদায়িক দল। তাহলে আওয়ামী লীগ কেন জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে না। এটাই রাজনীতি। তার মানে এই যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা না? এটা কিন্তু শুধু বিএনপি করছে না, এটা আওয়ামী লীগও করছে। ধর্মকে মাঝখানে রেখে রাজনীতি আওয়ামী লীগ খুব ভালো করে।''

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে রামু থেকে শুরু করে নাসিরনগর হয়ে কুমিল্লা পর্যন্ত নানা সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এর কোনোটিরই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি কেন? এর উত্তরে সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ''১৯৭৩ সালে সংবিধানের ১২ এবং ৭৮ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপি ক্ষমতায় এসে ধারাগুলো বাতিল করে দিয়েছিল।'' এর উত্তরে রুমিন ফারহানা পালটা প্রশ্ন করেন, আওয়ামী লীগ এতদিন ক্ষমতায় থেকে সংবিধানের অনেক কিছু পরিবর্তন আনলেও এই অনুচ্ছেদগুলো ফিরিয়ে আনেনি কেন!

রমজান ধূমপান ও মাদক বর্জনের মহাসুযোগ

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

ইসলামের বিধান মানবসভ্যতা সুরক্ষার জন্য। মাকাসিদে শরিয়াহ বা ইসলামি বিধানাবলির উদ্দেশ্য হলো ঃজীবনের সুরক্ষা, সম্পদের সুরক্ষা, জ্ঞানের সুরক্ষা, বংশধারার সুরক্ষা, ধর্মকর্মের সুরক্ষা। ইসলাম সব ক্ষতিকর জিনিসকেই নিষিদ্ধ করেছে। মদ ও মাদক মাকাসিদে শরিয়াহ বা শরিয়তের বিধানসমূহের উদ্দেশ্যাবলির পরিপন্থী। আর ধূমপান মাদকের পথের প্রথম পদক্ষেপ।

ইসলাম মানবতার কল্যাণের বিধান। সুন্দর জীবনের জন্য ইসলাম। মদ্যপান ও মাদক সেবন সব পাপের সমন্বয়ক। মদ ও মাদক গ্রহণ পাপাচারের মূল এবং কবিরা গুনাহের অন্যতম (তবরানি ও বায়হাকি)। মদ্যপান ও মাদক সেবন এমন গুনাহের কাজ, যা অন্য সব গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। কারণ, মদ্যাসক্তি ও মাদকাসক্তি একজন মানুষের গুনাহের অনুভূতিকেই ধ্বংস করে দেয়। তাঁর কাছে কোনো গুনাহকেই আর গুনাহ বলে মনে হয় না। এ জন্যই সব ধরনের মদ ও মাদক ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহানবী (সা.) বলেন, ‘যেকোনো পানীয় (বা বস্তু) নেশার উদ্রেক করে, তা হারাম।’ (বুখারি ঃ২৪১)

ইসলামি শরিয়তে নেশা সম্পূর্ণ হারাম। ধূমপান ও তামাক একপর্যায়ে আসক্তি বা নেশায় পরিণত হয়, যা ছাড়া ধূমপায়ী ও মাদকসেবী থাকতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে বিশ্বাসী মুমিনেরা, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?’ (সুরা৫ মায়িদা, আয়াতঃ ৯০-৯১)

জাহান্নাম বা দোজখের বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ আগুন, ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ। এই তিনটির সমাহার ঘটে ধূমপানে। সর্বোপরি ‘ধূমপান মাদক সেবনের প্রথম সোপান’। মদ, মাদক, ধূমপান ও তামাক শুধু ব্যবহারকারীর নয়, বরং ব্যাপকভাবে অন্যদেরও ক্ষতি করে। এটি দেশ, জাতি ও সমাজ সভ্যতার চরম শত্রু। এর ক্ষতি সর্বগ্রাসী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা সতর্ক থাকো এমন ফিতনা সম্পর্কে, যার ক্ষতিকর প্রভাব শুধু জালিম অপরাধীবিশেষের প্রতি আপতিত হবে না (বরং সামগ্রিকভাবে সবার ক্ষতি হবে)। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কঠোর প্রতিবিধানকারী। (সুরা৮ আনফাল, আয়াত ঃ ২৫)

রমজানে দিনের বেলায় ধূমপায়ীরাও ধূমপান করেন না। কারণ, ধূমপানে রোজা ভঙ্গ হয়। অনুরূপভাবে, যাঁরা বিভিন্নভাবে তামাক সেবন করেন, তাঁরাও রোজা অবস্থায় তা করেন না। প্রতিদিন দীর্ঘ ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা ধূমপান ও তামাক সেবন থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং ধূমপায়ী ও তামাকসেবীদের জন্য তা বর্জনের মহাসুযোগ রমজান মাস। অপরের ক্ষতি করার যেমন এখতিয়ার কারও নেই, তেমনি নিজে নিজের ক্ষতি করাও জায়েজ নেই। একজন ধূমপায়ী ব্যক্তি নিজের ক্ষতির পাশাপাশি আশপাশের অন্যদেরও ক্ষতি করে, যা সম্পূর্ণ হারাম ও কবিরা গুনাহ। যাঁরা ধূমপান করেন বা তামাক সেবন করেন, তাঁদের মুখে ও শরীরে একধরনের উৎকট বিশ্রী দুর্গন্ধ হয়, যা মানুষের কষ্টের কারণ হয়, যা হারাম এবং নাজায়েজ।

নবীজি (সা.) রবিআহ গোত্রের প্রতিনিধিদের কয়েকটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং কয়েকটি কাজ বারণ করলেন। যে কাজের আদেশ দিলেন, সেগুলো হলো এক আল্লাহর ওপর ইমান আনা (এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত (রাসুল), সালাত কায়েম করা, জাকাত দেওয়া এবং রমজান মাসে সিয়াম পালন করা গনিমতের একপঞ্চমাংশ দান করা। নিষেধ করলেন শুকনা লাউয়ের খোল, সবুজ (রঙে রঞ্জিত করা) কলসি এবং আলকাতরার পলিশকৃত পাত্র ব্যবহার (যেসব মদ্যপাত্র হিসেবে ব্যবহৃত)। (বুখারি ‘ ৮৭)

ইসলামি বিধানে অপচয় করা হারাম। ধূমপান ও তামাক সেবন ক্ষতিকর ও অপচয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং তোমরা কিছুতেই অপচয় করো না নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।’ (সুরা১৭ বনি ইসরাইল, আয়াত ২৬-২৭)

ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা পানাহার করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।’ (সুরা৭ আরাফ, আয়াত ৩১)

মানুষ তার নিজের স্রষ্টাও নয়, মালিকও নয়। সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা আর মানুষ হলো তার আমানতদার বা হেফাজতকারী। তাই এমন কোনো কাজকর্ম যা নিজের ক্ষতি করে তা হারাম, নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎ ও সুন্দর কাজ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন।’ (সুরা২ বাকারা, আয়াত ঃ ১৯৫)

রমজানে দিনের বেলায় ধূমপায়ীরাও ধূমপান করেন না। কারণ, ধূমপানে রোজা ভঙ্গ হয়। অনুরূপভাবে, যাঁরা বিভিন্নভাবে তামাক সেবন করেন, তাঁরাও রোজা অবস্থায় তা করেন না। প্রতিদিন দীর্ঘ ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা ধূমপান ও তামাক সেবন থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং ধূমপায়ী ও তামাকসেবীদের জন্য তা বর্জনের মহাসুযোগ রমজান মাস। আসুন, আমরা সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য ধূমপান, তামাক সেবন, মদ্যপান ও মাদক সেবন পরিহার করি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ দেশ গড়ি। মুক্তির মাস রমজানে মাদকমুক্ত জীবন ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি।

শেষ ৫ বলে ৫ ছক্কারিংকু যা করেছেন, কোহলি তা ভাবতেও পারতেন না

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ শেষ ৫ বলে দলের জয়ের জন্য প্রয়োজন ২৮ রান। যার মানে, কমপক্ষে ৪টি ছয় আর ১টি চার লাগবেই। এমন পরিস্থিতিতে যেকোনো ব্যাটসম্যানের জন্যই স্নায়ু ঠিক রাখা কঠিন। কিন্তু গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে রিংকু সিং ঠিকই স্নায়ু ধরে রেখেছেন। ৫ বলে টানা ৫ ছক্কা মেরে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের আলিগড়ের ছেলে রিংকু। এবারের আইপিএলে রিংকুর এ কীর্তি অনেক বছরই হয়তো মনে রাখবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ২৫ বছর বয়সী কলকাতার ব্যাটসম্যান যা করেছেন, সেটার প্রশংসা করছেন সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের অনেকেই। বিরাট কোহলিও এর বাইরে নন। আরও অনেক তারকা ক্রিকেটারের মতো ভারতের সাবেক অধিনায়ক কোহলিও মনে করেন, এমন কিছু করে ফেলার কথা তিনি এই বয়সে ভাবতেও পারতেন না!

রিংকুর কীর্তি নিয়ে উচ্ছ্বসিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান কোহলি বলেছেন, ‘এখনকার তরুণ খেলোয়াড়েরা যা করছে, তা অসাধারণ! এবারের আইপিএলের দিকেই তাকান, তরুণ খেলোয়াড়েরা যা করছে, আমি তা ভাবতেও পারতাম না।’ কোহলি এরপর যোগ করেন, ‘রিংকু সিং শেষ ৫ বলে ৫ ছক্কা মেরেছে। এটা অসাধারণ এক ব্যাপার এবং এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। ক্রিজে এসেই ম্যাচ জেতাতে টানা ৫ বলে ৫ ছক্কা মারা। একটু ভেবে দেখুন, এটা কোন পর্যায়ের!’ ভারতের ক্রিকেটে মানসিকতার এই যে পরিবর্তনটা আসছে, এটা খুব ভালো লাগছে কোহলির। ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বলেছেন, ‘এটা দেখতে খুব ভালো লাগছে যে তরুণেরা উঠে আসছে।’

মুশফিকের পাশে করুনারত্নে, দুই সেঞ্চুরিতে গলে শ্রীলঙ্কার দিন

কোলম্বো (ওয়েবডেস্ক) ঃ ৫ এপ্রিল মিরপুরে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ১০টি দেশের বিপক্ষে পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। আজ গলে একই কীর্তিতে নাম লেখালেন শ্রীলঙ্কার দিমুথ করুনারত্নে। দুটি ম্যাচের প্রতিপক্ষই এক আয়ারল্যান্ড। ১০ দিন আগে রেকর্ড গড়া ইনিংসটিকে ১২৬-এ টেনে নিয়েছিলেন মুশফিক। এবার করুনারত্নের ইনিংস থেমেছে ১৭৯ রানে। শ্রীলঙ্কার হয়ে তিন অঙ্কের দেখা পেয়েছেন কুশল মেন্ডিসও। তাতে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে বড় সংগ্রহের পথে শ্রীলঙ্কা। প্রথম দিন শেষে স্বাগতিকদের রান ৪ উইকেটে ৩৮৬। দিনেশ চান্ডিমাল ১৮, প্রবাত জয়াসুরিয়া ১২ রানে অপরাজিত আছেন। টস জিতে ব্যাট করতে নামা শ্রীলঙ্কা নিশান মাদুশকা ও করুনারত্নের উদ্বোধনী জুটি থেকে পায় ৬৪ রান। ২৯ রান করে মাদুশকা আউট হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় উইকেটেই বড় সংগ্রহের ভিত্তি পেয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। প্রায় চার ঘণ্টা স্থায়ী জুটিতে ৫৯.১ ওভারে ২৮১ রান যোগ করেন করুনারত্নে-মেন্ডিস। দুজনই তুলে নেন সেঞ্চুরি। করুনারত্নে টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৫তম সেঞ্চুরি স্পর্শ করেন ১৩৯ বলে, মেন্ডিসের অষ্টম সেঞ্চুরি ১৪২ বলে। ১৯৩ বলে ১৪০ রান করে এলবিডব্লু মেন্ডিস। করুনারত্নে অবশ্য ১৫০ ছাড়িয়ে ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন। তবে দিনের খেলা শেষের চার ওভার আগে মার্ক অ্যাডাইরের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন করুনারত্নে। শ্রীলঙ্কা অধিনায়কের ২৩৫ বলের ইনিংসে ১৫টি চার। অন্যদিকে মেন্ডিস মেরেছেন ১৮টি চার ও ১টি ছক্কা। দুই সেঞ্চুরির দিনে সাবেক অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস অবশ্য রানের খাতা খুলতে পারেননি। বেন হোয়াইটের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক।

সেঞ্চুরিখরা কাটার দিনেও কলকাতার হার মুম্বাইয়ের কাছে

মুম্বাই ঃ কলকাতা নাইট রাইডার্স এই সেঞ্চুরির জন্য অপেক্ষা করেছে প্রায় ১৫ বছর। আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে অপরাজিত ১৫৮ রানের ঐতিহাসিক ইনিংস খেলেছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, এরপর থেকে কলকাতার দলটির হয়ে সেঞ্চুরি পাননি আর কেউ। ওয়াংখেড়েতে আজ মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে সে খরা কাটালেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার, তবে যথেষ্ট হলো না সেটিও। ঈশান কিষানের ঝোড়ো ফিফটি, সূর্যকুমার যাদবের ২৫ বলে ৪৩ রানের ইনিংসে কলকাতার দেওয়া ১৮৬ রানের লক্ষ্য মুম্বাই পেরিয়ে গেছে ৫ উইকেট ও ১৪ বল বাকি থাকতেই।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা কলকাতা ইনিংসে অবশ্য আইয়ারের ইনিংসটি ছাড়া তেমন কিছু ছিলও না। পুরো ইনিংসে হয়েছে ২২টি বাউন্ডারি, আইয়ার একাই এর মধ্যে মারেন ১৫টি (৬টি চার ও ৯টি ছয়)। একটা সময় পর্যন্ত কলকাতা ইনিংসের সব কটি বাউন্ডারিই ছিল আইয়ারের ব্যাটে। রহমানউল্লাহ গুরবাজ, নারায়ণ জগদিশানের পর নিতীশ রানা-কলকাতার প্রথম চার ব্যাটসম্যানের তিনজন মিলে ২৭ বল খেলে করেন মাত্র ১৩ রান।

মিডল অর্ডারে শার্দুল ঠাকুর ও রিংকু সিং আইয়ারকে সঙ্গ দিয়েছেন যথাক্রমে ২৮ বলে ৫০ ও ২৭ বলে ৩৬ রানের জুটিতে। আইয়ার ফিফটি পূর্ণ করেন ২৩ বলে। কলকাতার তৃষিত সেঞ্চুরিটি আসে ইনিংসের ১৭তম ওভারে। ডুয়ান ইয়ানসেনের বলে সিঙ্গেল নিয়ে সেটি পান আইয়ার, সেটিও মাত্র ৪৯ বলেই। পরের ওভারেই রাইলি মেরেডিথের বলে ক্যাচ দিয়ে তাঁকে ফিরতে হয়, ৫১ বলে ১০৪ রান করে। আইয়ারের পর আন্দ্রে রাসেলের ১১ বলে ২১ রানের ক্যামিওতে ১৮৫ পর্যন্ত যায় কলকাতা।

মুম্বাইয়ের হয়ে এদিন আইপিএল অভিষেক হয় দুজনের-শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকার, দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার মার্কো ইয়ানসেনের যমজ ভাই ডুয়ানের। আইপিএলে এই প্রথম বাবার পর ছেলে ও যমজ ভাইয়ের খেলার ঘটনা ঘটল। অর্জুন অবশ্য করেন মাত্র ২ ওভার, ১৭ রান দিয়ে থাকেন উইকেটশূন্য। আর ৪ ওভারে ৫৩ রানের খরুচে বোলিংয়ে ইয়ানসেনের প্রাপ্তি ১ উইকেট।

ম্যাচের মাঝপথেও কলকাতার স্কোরটিকে ভালোই মনে হচ্ছিল। অবশ্য ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে আসা মুম্বাই অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কিষান ঝড় তোলেন শুরু থেকেই। পেটের পীড়ায় এ ম্যাচে খেলছেন না, টসের সময় রোহিতকে নিয়ে এমন বলেছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক সূর্যকুমার।

ফিল্ডিং না করলেও ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে নামেন রোহিত শর্মাআইপিএল রোহিত নামেন ঠিকই, কিষানের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিতে ৪.৫ ওভারেই ওঠে ৬৫ রান। ১৩ বলে ২০ রানের ইনিংসের পথে একটা রেকর্ডও গড়েন রোহিত। আইপিএলে কোনো একটি দলের বিপক্ষে এখন সর্বোচ্চ রান তাঁরই-কলকাতার বিপক্ষে ১০২৯। তিনি ছাড়িয়ে গেলেন চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে করা শিখর ধাওয়ানের ১০১৮ রানের রেকর্ড।

রোহিত ও কিষানের গড়ে দেওয়া ভিত মুম্বাইয়ের পরের ব্যাটসম্যানরা কাজে লাগান দারুণভাবে। ২১ বলে ফিফটি করা কিষান থামেন ২৫ বলে ৫৮ রান করে। মাঝে তিলক বর্মা ২৫ বলে ৩০ রান করে ফিরলেও সূর্যকুমার ও টিম ডেভিডের (১৩ বলে ২৪) ব্যাটিংয়ে জয় পেতে সমস্যা হয়নি মুম্বাইয়ের। আগের ৩ ইনিংস মিলিয়ে ১৬ রান করা সূর্যকুমার অবশেষে রানের দেখা পেলেন।

বাবার পর ছেলে, যমজ ভাইআইপিএলে এবারই প্রথম

মুম্বাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ ‘আমরা তাকে তাঁর স্কিলের জন্যই নিয়েছি।’ ২০২১ সালে অর্জুন টেন্ডুলকারকে নিলামে নেওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানস কোচ মাহেলা জয়াবর্ধনে। সে মৌসুমে অর্জুন অবশ্য ম্যাচ খেলেননি কোনো। সর্বশেষ নিলামেও শচীন-পুত্রকে দলে নেয় মুম্বাই। অবশেষে আজ এসে আইপিএল অভিষেক হলো তাঁর। অর্জুন টেন্ডুলকারের আইপিএল অভিষেকে একটা নতুন ঘটনাও ঘটে গেল। বাবার পর ছেলের আইপিএল খেলার ঘটনা এর আগে ঘটেনি। অর্জুনের বাবা শচীন তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের ৭৮টি ম্যাচই খেলেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে। এখন তিনি দলটির পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। আইপিএলে প্রথম হলেও এর আগে ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলোতে খেলেছেন বাঁহাতি পেসার অর্জুন। মুম্বাইয়ের হয়ে শুরু করলেও এখন খেলছেন গোয়ার হয়ে। গত ডিসেম্বরে রঞ্জি ট্রফির অভিষেক ম্যাচেই গোয়ার হয়ে রাজস্থানের বিপক্ষে সেঞ্চুরিও করেছিলেন অর্জুন। ১৯৮৮ সালে রঞ্জি ট্রফি অভিষেকে সেঞ্চুরি করেছিলেন শচীনও। আজ মুম্বাইয়ের হয়ে অভিষেক ম্যাচে ইনিংসের প্রথম ওভারেই বোলিংয়ে আসেন অর্জুন। প্রথম ৪ রান দিলেও দ্বিতীয় ওভারে দেন ১৩ রান। এরপর তাঁকে আর বোলিংয়ে আনেননি মুম্বাইয়ের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। টেন্ডুলকার পরিবারের মতো উদ্‌যাপনের উপলক্ষ আছে ইয়ানসেন পরিবারেও। অর্জুনের মতো আজ মুম্বাইয়ের হয়ে আইপিএল অভিষেক হয়েছে ডুয়ান ইয়ানসেনেরও। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার মার্কো ইয়ানসের যমজ ভাই। আইপিএলে এর আগেও যমজ ভাইয়ের খেলার ইতিহাস নেই। মার্কো ইয়ানসেনের আইপিএল অভিষেকও মুম্বাইয়ের হয়েই, ২০২১ সালে। এ মৌসুমে অবশ্য তিনি খেলছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে। পন্টিং-সৌরভদের দিল্লি ক্যাপিটালস ভাইয়ের মতো ডুয়ানও বাঁহাতি পেসার। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে না খেললেও এ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে তিনি ঠিকই খেলেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ এসএটোয়েন্টিতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের দল এমআই কেপটাউনের হয়ে খেলেন তিনি। অভিষেকে রিংকু সিংয়ের উইকেট পেলেও বেশ খরুচে ছিলেন ইয়ানসেন। ৪ ওভারে তিনি দেন ৫৩ রান। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সেঞ্চুরিতে কলকাতা শেষ পর্যন্ত তুলেছে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৫ রান।

টেলিভিশনে লাইভ বক্তব্য দেয়ার সময় সাবেক বিধায়ককে হত্যা

লখনউ ঃ টেলিভিশনের লাইভ অনুষ্ঠানে থাকার সময় ভারতের সাবেক একজন রাজ্যসভার সদস্য এবং তার ভাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অপহরণের একটি মামলায় তিনি আগে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হত্যা এবং হামলার একটি মামলায় বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারের পর আতিক আহমেদ নামে সাবেক ওই বিধায়ককে শনিবার রাতে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেডিকেল কলেজের কাছে দাঁড়িয়ে যখন তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন খুব কাছ থেকে পিস্তল বের করে তার মাথায় গুলি করা হয়। সেই সময় পাশে দাঁড়ানো তার ভাই আশরাফকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। যারা গুলি করেছিলেন, তারা সাংবাদিক সেজে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গুলি করার পরপরই তিনজন ব্যক্তি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আতিক আহমেদ এবং তার ভাই আশরাফ পুলিশি হেফাজতে থেকেই সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন।

সেই সময় তাদের শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য কাছাকাছি একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সেসময় তাদের দুজনকেই গুলি করে হত্যা করা হয়।

কিছুদিন আগে থেকেই আতিক আহমেদ দাবি করে আসছিলেন যে, পুলিশের কারণে তার জীবন হুমকিতে রয়েছে।

কয়েকদিন আগে আতিক আহমেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে আসাদও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

একটি হত্যা মামলায় আসাদ এবং আরেকজন ব্যক্তি পলাতক ছিলেন।

এই সপ্তাহের শুরুর দিকে পুলিশের গুলিতে দুজন নিহত হয়, যাকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বলে পুলিশ বর্ণনা করেছে।

লাইভ ভিডিওতে দেখা গেছে, সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ছেলের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে তিনি গিয়েছিলেন কিনা?

ক্যামেরার সামনে তার সর্বশেষ বক্তব্য ছিল, 'তারা আমাদের নিয়ে নিয়ে যায়নি, সুতরাং আমরা যেতে পারিনি।'

ঠিক সেই সময় সাংবাদিক সেজে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিরা তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে।

এরপর পাশে দাঁড়ানো তার ভাইকেও হত্যা করা হয়। গুলিতে একজন পুলিশ সদস্য এবং একজন সাংবাদিকও আহত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের সাবেক বিধায়ক (রাজ্যসভার সদস্য) আতিক আহমেদ এবং তার ভাইকে হত্যা এবং হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অপহরণের একটি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর ২০১৯ সাল থেকে তিনি কারাগারে ছিলেন।

পুলিশের তরফ থেকেই তার জীবন হুমকির মধ্যে রয়েছে, এরকম একটি শুনানির আবেদন গত মাসেই নাকচ করে দিয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তর প্রদেশের ক্ষমতায় রয়েছে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি।

বিরোধী দলগুলো সরকারের সমালোচনা করে বলছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

গত ছয় বছরে উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত ১৮০ জনের বেশি ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

বিরোধীরা বলছে, পুরো প্রদেশ জুড়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, পুলিশ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করে যাচ্ছে, যদিও উত্তর প্রদেশের সরকার সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

সুদানে সেনাবাহিনী এবং মিলিশিয়ার লড়াই, ৫৬ জন বেসামরিক মানুষ নিহত

খার্তুম ঃ সুদানের সেনাবাহিনী এবং একটি কুখ্যাত আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই দেশটিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে এবং এ পর্যন্ত দুপক্ষের লড়াইয়ে ৫০ জনের বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। রাজধানী খার্তুমে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং সেনা সদর দফতরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছে। চিকিৎসকদের একটি সংগঠন জানিয়েছে, কেবল খার্তুমেই ২৫ জন মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭ জন বেসামরিক মানুষ। সুদানে বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনার এক প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে এই সংঘাত শুরু হলো।

সেনাবাহিনী এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) উভয়েই দাবি করছে, বিমান বন্দর এবং রাজধানী খার্তুমের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তাদের দখলে। সারারাত ধরে এসব জায়গায় লড়াই চলেছে।

খার্তুমের সংলগ্ন শহর ওমডারমান এবং কাছাকাছি আরেক শহর বাহরিতেও রোববার ভোরের প্রথম প্রহরে ভারী গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লোহিত সাগরের বন্দর নগরী পোর্ট সুদানেও গোলাগুলি চলছে।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, যুদ্ধবিমানগুলো আরএসএফের ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ চালাচ্ছে। বিমানবাহিনী যখন শনিবার আকাশ থেকে আধাসামরিক আরএসএফের তৎপরতার ওপর নজর রাখছিল, তখন তারা লোকজনকে তাদের ঘরে থাকতে বলেছিল।

খার্তুমের বাসিন্দারা বিবিসিকে জানিয়েছেন, তারা ভয়ে আতংকে আছেন। একজন জানিয়েছেন, তার পাশের বাড়ির ওপর গুলি চলছে।

সুদানের ডাক্তারদের একটি কমিটি জানিয়েছে, দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে এবং শহরে অন্তত ৫৬ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। এক ডজনের মতো সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এদের কাউকে কাউকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল। এই সংগঠনটি বলছে, সব মিলিয়ে মোট ৫৯৫ জন মানুষ আহত হয়েছে। জাতিসংঘের একটি সংস্থা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর (ডাব্লিউএফপি) তিনজন কর্মী সুদানের পশ্চিমের কাবকাবিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটির কাছে আরএসএফ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির সময় নিহত হয়েছে।

সুদানে ২০২১ সালের অক্টোবরে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর হতে দেশটি মূলত জেনারেলরাই চালাচ্ছে।

সুদানের ক্ষমতার কেন্দ্রে এখন জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান, তিনিই কার্যত এখন দেশটির নেতা। তার প্রতি অনুগত সামরিক ইউনিটগুলোর সঙ্গে লড়াই চলছে আরএসএফের, যেটির নেতৃত্বে আছেন সুদানের উপনেতা মোহাম্মদ হামদান দাগালো, যিনি হেমেডটি নামেও পরিচিত।

হেমেডটি বলেছেন, তার সৈন্যরা সব সেনা ঘাঁটি দখল না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।

এর পাল্টা সুদানের সশস্ত্র বাহিনীগুলোও আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত কোন ধরণের আপোস আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে।

খার্তুমের আকাশে এখন কুন্ডলি পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া, ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে গোলাগুলি থেকে নিজেদের আড়াল করার জন্য।

রয়টার্সের একজন সাংবাদিক জানান, রাস্তায় অনেক সাঁজোয়া যান চলাচল করছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, খার্তুম বিমান বন্দরে একটি বেসামরিক বিমান আগুনে পুড়ছে। সৌদি এয়ারলাইন সৌদিয়া বলেছে, তাদের একটি এয়ারবাস গোলাগুলির মুখে পড়েছে।

অনেক এয়ারলাইন্স খার্তুমে তাদের ফ্লাইট বাতিল করেছে। প্রতিবেশি দেশ চাড বলেছে, তারা সুদানের সঙ্গে তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে।

আমাদের এখানে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই, বিবিসিকে জানিয়েছেন খার্তুম সফররত এক ব্রিটিশ সুদানি ডাক্তার। এখানে খুব গরম। কিন্তু আমরা জানালা পর্যন্ত খুলতে পারছিনা, বাইরে কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো এক বিকট আওয়াজ।

আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি কেনিয়ায় অবস্থানরত তার বোনের মাধ্যমে বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি জানান, গোলাগুলি এখনো চলছে এবং লোকজন ঘরের মধ্যে আটকে আছে সেখানে এতটাই ভয় আর আতংক।

একটি সামরিক বিমান যখন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তখন দুয়া তারিক বিবিসির সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, আমার পাশের বাড়ির ছাদের ওপর এই বিমান থেকে গুলি করা হচ্ছে এবং আমরা এখন বাঁচার জন্য আশ্রয় খুঁজছি।

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন এবং রাশিয়া সবাই অবিলম্বে এই লড়াই বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব এরই মধ্যে জেনারেল বুরহান এবং জেনারেল দাগালোর সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদেরকে সহিংসতা থামাতে বলেছেন।

বিবিসির এমানুয়েল ইগুঞ্জা জানাচ্ছেন, দেশটিতে প্রস্তাবিত বেসামরিক সরকারে কে একীভূত সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করবেন - তা নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়েছে।

সুদানে একটি বেসামরিক সরকার পুনপ্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে মতৈক্যে পৌঁছানোর এক চেষ্টা ব্যর্থ হয় - যার পেছনে আরএসএফের ১০০,০০০ সদস্যকে সেনাবাহিনীতে একীভূত করার প্রশ্নটিও ছিল সমস্যার কারণ।

সামরিক বাহিনীর এ দুই অংশের মধ্যে সংঘাতের এক পর্যায়ে বৃহস্পতিবার আরএসএফ উত্তরের মেরওয়ে শহরের একটি সামরিক ঘাঁটির কাছে তাদের সেনাদের মোতায়েন করে।

সুদানের নেতা জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান বলেছেন তিনি তার ডেপুটি এবং আরএসএফের অধিনায়ক মোহামেদ হামদান দাগালোর সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

জেনারেল বুরহান ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সুদানের বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই দেশটিতে রাজনৈতিক তোলপাড় চলছে।

বিবিসির একজন সংবাদদাতা জানান, ঠিক কি নিয়ে শনিবারের সহিংসতার সূত্রপাত তা এখনও স্পষ্ট নয় - তবে এ দুটি বাহিনীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তেজনা চলছিল।

সুদানের রাজনৈতিক দলগুলো এর আগে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল।

তারা উভয় পক্ষকেই সহিংসতা অবসানের আহ্বান জানিয়েছে বলে রয়টার্স খবর দিয়েছে।

পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক নেতারা দু পক্ষকে উত্তেজনা হ্রাস করা এবং দেশটিতে বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক দলগুলো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে রক্তপাত বন্ধে সহায়তা করারও আহ্বান জানিয়েছে।

ফিফার অর্থ নিয়ে বাফুফের নয়ছয়, যেভাবে ধরা পড়েছে দুর্নীতি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে অনেকদিন ধরেই। কিন্তু সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদককে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর এই প্রথমবারের মত সেসব অভিযোগের অনেকগুলোই সত্য প্রমাণিত হলো।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগকে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জানানোর পাশাপাশি কী কারণে তাকে নিষিদ্ধ করা হলো এবং কীভাবে বাফুফের আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টি তারা বুঝতে পারলো, সেই বিষয়েও তাদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করে। বাফুফে কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে এবং কবে এই আর্থিক দুর্নীতি করেছে, সে সম্পর্কে ফিফা তাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফিফা তাদের ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে ৫১ পৃষ্ঠার একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে মি. সোহাগ জালিয়াতি ও মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন এবং বাফুফের তহবিল আত্মসাত ও অপব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তিনি তার সাধারণ দায়িত্ব ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ফিফার কোড অব এথিক্স ভঙ্গ করেছেন। যার মধ্যে ফিফার কাছ থেকে পাওয়া অর্থের খরচ দেখাতে গিয়ে একাধিক জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আর এই আর্থিক জালিয়াতি সহজেই ফিফার তদন্ত কমিটির চোখে পড়েছে বাফুফে কয়েকটি ইংরেজি শব্দের বানান ভুল করায় ও ফিফার কাছে জমা দেয়া কাগজে ভূয়া নামে কিছু গায়েবি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করায়। ফিফার তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালের জুন মাসে বাফুফে প্রায় ২৬ লাখ টাকার খেলার সরঞ্জাম কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করে।

খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রি করে - এমন তিনটি প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র জমা দেয়েএবং একটি প্রতিষ্ঠানকে সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সেই বছরের অগাস্টে প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের প্রাপ্য অর্থও দিয়ে দেয়া হয় বলে দাবি করে বাফুফে। বাফুফে যদিও দাবি করেছে যে এই পুরো প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দিয়েছে। কিন্তু ফিফার তদন্তে উঠে আসে যে তিনটি দরপত্র আসলে ভিন্ন নাম ব্যবহার করে একই ধাঁচে লেখা এবং এর পেছনে একটিই প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আর প্রাথমিকভাবে তাদের এই সন্দেহ হয়, কারণ তিনটি দরপত্রেই 'কোটেশন' বানান একইভাবে ভুল করে লেখা হয়েছিল।

এরপর ২০১৯ সালে বিমানের টিকিট কেনার জন্য একটি ট্রাভেল এজেন্সিকে প্রায় ১৭ লাখ টাকা দেয় বাফুফে। সেবারও দরপত্র জমা দেয়া তিনটি ট্রাভেল এজেন্সির মধ্যে একটি এজেন্সিকে টিকিটের দায়িত্ব দেয়া হয় বলে দাবি করে বাফুফে।

মজার বিষয় হলো, এক্ষেত্রেও তিনটি দরপত্রেই 'রাউট' শব্দের বানান ভুলভাবে লেখা হয়েছিল। আর তিনটি দরপত্র একই ধাঁচে, একই তারিখে এবং একই ফন্টে লেখা হয়েছিল।

পরে ফিফার তদন্তে উঠে আসে যে এই দরপত্রগুলো আসলে জাল এবং শুধুমাত্র ফিফাকে জমা দেয়ার উদ্দেশ্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল। আর্থিক লেনদেনের এরকম বেশ কয়েকটি জাল কাগজের বিষয় উঠে আসে ফিফার প্রতিবেদনে। কয়েকটি ক্ষেত্রে হাতে লেখা কাগজের ভিত্তিতে টাকা লেনদেনের প্রমাণও পেয়েছে তারা। এমনকি চালানপত্রের জায়গায় সাদা কাগজের ভিত্তিতেও আর্থিক লেনদেন দেখানো হয়েছে বলে উঠে এসেছে ফিফার তদন্তে। এগুলো ছাড়াও ফিফার দেয়া অর্থ দিয়ে নারীদের পোশাকের দোকান থেকে ফুটবল কেনার তথ্য দেয়া, জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ট্রাভেল এজেন্সি হিসেবে দেখানো, বছরের পর বছর ভুয়া নামে একের পর এক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে আর্থিক লেনদেনের অনিয়ম ঢাকার চেষ্টা করার মত চেষ্টার মত কাজের প্রমাণ উঠে এসেছে ফিফার তদন্ত প্রতিবেদনে।

ফিফার কাছ থেকে পাওয়া ফরোয়ার্ড ফান্ডের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনটি অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ফিফার তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে। সেগুলো হল ফিফার নির্ধারিত অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ টাকা উঠানো, ফিফার সাথে জড়িত প্রকল্পে অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা দেয়া এবং ফিফার কাজ ছাড়াও ফিফার ফান্ডের অর্থ ব্যবহার করা।

ফিফা তাদের প্রতিবেদনে বাফুফের অর্থনৈতিক লেনদেনের অনিয়মের বেশ কিছু উদাহরণও তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিফা ফরওয়ার্ড প্রোগ্রামের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেয়ার কথা থাকলেও বাফুফে বিভিন্ন সময়ে ফিফার প্রোগ্রামের কাজে নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে। উদাহরণ হিসেব বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে ফিফা ফরোয়ার্ড ফান্ড হিসেবে ৭ লাখ ডলারের বেশি অর্থ পায় বাফুফে। কিন্তু এর মধ্যে নিয়ম মেনে খরচ করা হয় শুধু ৯০ হাজার ডলার। এছাড়া ঐ বছর নারী ফুটবলারদের বেতন ও বিদেশ সফর সংক্রান্ত এক লাখ ডলারের বেশি অর্থের কোনো নথি ছিল না।

ফিফার কাছ থেকে পাওয়া অর্থ থেকে বাংলাদেশের ক্লাবগুলোকে প্রায় সোয়া এক লাখ ডলার অনুদান দেয় বাফুফে, যে বিষয়ে ফিফাকে জানানো হয়নি। এই লেনদেন সংক্রান্ত কোনো নথি তো বাফুফের কাছে ছিলই না, বরং এর মধ্যে প্রায় ৫৪ হাজার ডলার দেয়া হয় নগদ অর্থ, যা ফিফার নিয়ম বহির্ভূত।

এছাড়া ২০১৭-২০২০ সময়কালে ফিফার নির্ধারিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া বড় অঙ্কের নগদ অর্থ উত্তোলন করেছে বাফুফে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাফুফের দেখানো হিসেবের সাথে মোট হওয়া আর্থিক লেনদেনের গড়মিল প্রায় ৬ লাখ ডলারের, বর্তমান বাজারের হিসেবে যা ৬ কোটি টাকারও বেশি।

আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়ে বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগের ব্যাখ্যাও সংযুক্ত করা হয়েছে ফিফার তদন্ত প্রতিবেদনে।

এই বিষয়ে মি. সোহাগের বক্তব্য ছিল ঃ অনেক সময় আমরা আমাদের স্পন্সরদের কাছ থেকে সময়মত অর্থ না পেলেও আমাদের সময়মত টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে হত। সেরকম ক্ষেত্রে আমরা বাধ্য হয়েই ফিফার অ্যাকাউঃট থেকে টাকা নিয়েছি। এছাড়া স্পন্সরদের কাছ থেকে সবসময় পুরো অর্থও পেতাম না আমরা। তখন আমরা অন্যান্য অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে ফিফার বাজেটের হিসেবেই খরচ করেছি। অর্থাৎ, আমরা আসলে ফিফার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ধার নিয়েছি।

ফিফার তদন্ত প্রতিবেদনে বাফুফের অনিয়মের প্রমাণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে বাংলাদেশে কীভাবে এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে পারলো ফিফা।

এরকম ক্ষেত্রে ফিফা সাধারণত প্রাথমিক তদন্তের জন্য তৃতীয় পক্ষের একটি সংস্থা নিয়োগ দেয় বলে জানান দেশ রূপান্তরের সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক ও বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্ত আনন্দ।

কোনো দেশের ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ আসতে থাকলে ফিফা ঐ দেশে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় প্রাথমিক তদন্তের জন্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এরকম ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গোপনভাবে কাজ করে এবং সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করে। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, এই কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে সব ধরণের সহায়তা দিতে বাধ্য থাকে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে বাফুফের বিরুদ্ধে ওঠা বেশকিছু অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত ও প্রমাণাদি সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল ফিফার নিয়োগ দেয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের। পরবর্তীতে প্রমাণ সংগ্রহ করে ফিফার মূল তদন্ত কমিটির কাছে পাঠানোর পর তারা আবু নাইম সোহাগকে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তলব করে বলে জানান ক্রীড়া সাংবাদিক সুদীপ্ত আনন্দ।

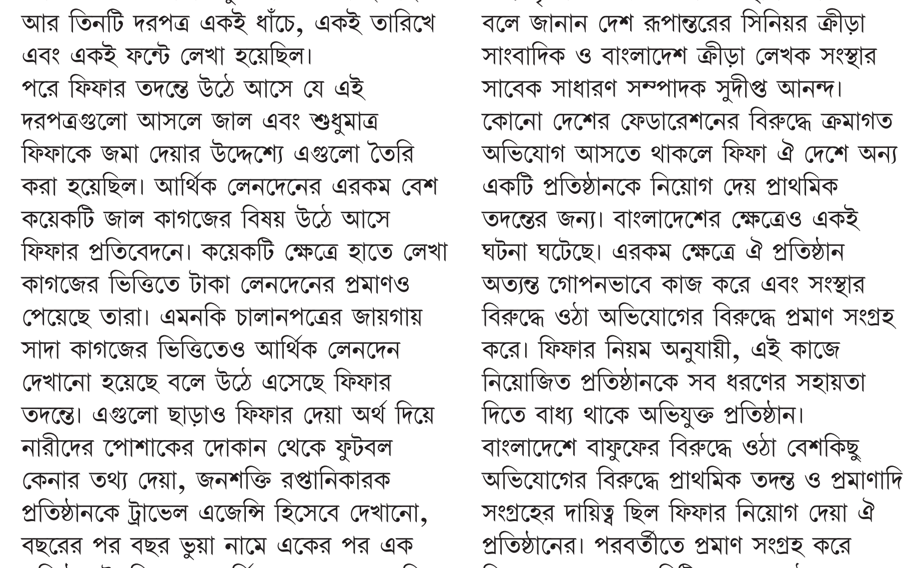

ঢাকায় ঘনঘন আগুন লাগার ঘটনায় নাশকতার সন্দেহ কেন?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে গত সাড়ে তিন মাসের মধ্যে বড় কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যার বেশিরভাগ ঘটেছে রাজধানী ঢাকায়। সবচেয়ে ভয়াবহ কয়েকটি আগুনের ঘটনা ঘটেছে গত একমাসে, যা মধ্যে রয়েছে ঢাকার বঙ্গবাজার ও নিউ সুপার মার্কেটের মতো বড় মার্কেটগুলো। বাংলাদেশে বড় মার্কেট বা ভবনে আগুনের ঘটনা বিরল না হলেও এতো কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পরপর কয়েকটি বিপণি বিতানে এরকম বড় মাত্রার আগুন লাগার ঘটনা নজিরবিহীন। এরকম ঘটনায় খোদ ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারাও বিস্ময় প্রকাশ করে তদন্ত করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে তাগিদ দিয়েছে। কিন্তু এরকম ঘনঘন আগুন লাগার

পেছনে কী কারণ রয়েছে? কেন এ নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন কর্মকর্তারা? বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তারা বলছেন, যদিও বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট কিংবা মশার কয়েল বা সিগারেট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে তারা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন, কিন্তু নাশকতা নিয়েও তাদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন বলেছেন, 'আমরা দুইটা কারণ নিয়ে এগোচ্ছি। এক হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট অথবা মনুষ্য সৃষ্ট কোন কারণ, হয়তো কয়েল বা কোন কিছু থেকে।

গিনিস বিশ্ব রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত অসমের বিহু, অসমীয়া গামছার জিআই ট্যাগ সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হলো মুখ্যমন্ত্রীর হাতে

এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক এবং গৌরবের দিন বলে আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার বাস্তবে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে গেল অসমের বিহু। অবিস্মরণীয় নজিরবিহীন ভাবে ১১৩০৪ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে একটি নয় এদিন মোট দুটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ে উঠেছে। বিহু নৃত্যের পাশাপাশি ড্রাম এবং ঢোলবাদকের বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন হয়েছে অসমে। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক এবং গৌরবের বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন অসমের ঐতিহ্য বিহুর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ে ওঠা রাজ্যের প্রতিজন ব্যক্তির জন্য এক গৌরব গাথা। তাছাড়া অসমীয়া গামছার জিআই ট্যাগ সার্টিফিকেট পাওয়ার অর্থ সারা বিশ্বে এই গামছার মালিকানা শুধুমাত্র অসমের থেকে গেল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

যেন এক উৎসব মুখর পরিবেশ। বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে সরুসজাই স্টেডিয়ামে এক অনন্য পরিবেশের সাক্ষী হয়ে থাকলেন সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার ব্যক্তি। গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড মূলত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সামনে গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্বে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার বিহু নৃত্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করলে সেটার সার্টিফিকেট ১৫ এপ্রিল দেওয়া হবে। এরফলে স্বাভাবিক ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সামনে সেই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া যাবে না। এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আযোজিত বিহু নৃত্য ১৩ এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কাজ হলো। এদিন সরুসজাই স্টেডিয়ামে মোট ১১৩০৪ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নজির সৃষ্টি হয়েছে। তবে দুদিন ধরে মোট ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্যের মহড়া করেছেন বলে অনুমান করা হলেও অবশেষে গিনিস বুক অফ ওয়াল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের হাতে ব্যাচ স্টিকার লাগিয়ে সেটাকে স্ক্যান করার পর আসল সংখ্যা বেরিয়ে আসে। ১১০১০ জন নন বরং বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক হিসাবে রয়েছেন মোট ১১৩০৪ জন। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন বলেন ১৩ এপ্রিল এই বিহু নৃত্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হলে সেটার সার্টিফিকেট প্রধানমন্ত্রী সামনে অর্থাৎ আগামী ১৪ এপ্রিল তুলে দেওয়া হবে। ফলে ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি বাসীকে সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এর কারণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৩ এপ্রিল সরুসজাই স্টেডিয়ামে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো পাস অর্থাৎ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হবে না। এদিন নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা থাকবে না। ফলে মহানগরবাসীকে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের এই সুবর্ণ দিনটিতে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। তবে তার এই আহ্বানের প্রতি সারা দিয়ে এভাবে হাজার হাজার মানুষ সরুসজাই স্টেডিয়ামে এসে ভরে যাবেন সেটা মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কল্পনা করতে পারেননি। এই বিষয়টি উল্লেখ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই অনুষ্ঠান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য সাধারণভাবে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু আম জনতার তরফে এই ধরনের সাড়া পাবেন সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন পবিত্র আজকের এই পবিত্র ক্ষণ পবিত্র মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরে আমরা প্রত্যেকেই গৌরব অনুভব করছি। আজকের দিনটি আনন্দ এবং স্মরণের দিন। আগামীকাল সম্পূর্ণভাবে মুগা মেখলা চাদর পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে এখানে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করা হবে। এর ফলে অসমের ঐতিহ্য পরম্পরা আকাশকে স্পর্শ করার গতিতে ধাবমান হবে। এই পবিত্র মুহূর্তে সাক্ষী হয়ে থাকার সুযোগ পাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছে চির কৃতজ্ঞ বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বিশ্ব দরবারে অসমীয়া নিজের জাতির পরিচয় গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। আমাদের সবকিছু ছিল এবং আমাদের সবকিছু রয়েছে। কিন্তু সদিয়া থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত আমাদের চিন্তাধারা সীমিত থাকার ফলে সম্পূর্ণ অসমীয়া জাতিকে সেটা বহু বছর পিছিয়ে দিয়েছে। ছাত্রপতি শিবাজী, রানা প্রতাপ সিংহের কথা সারা ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি জানেন। কিন্তু অসমের গৌরব বীর লাচিত বরফুকনের বীর গাথা সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা বহু দেরি করে শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিহু নৃত্য অসমের প্রত্যেক মেয়েরাই জানেন এবং করে থাকেন। কিন্তু যে সময় সরকার দশ হাজারের অধিক বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্য প্রদর্শনের কথা চিন্তা ভাবনা করেছিল সে সময় এটা শোনা গিয়েছে যে এতো বেশি সংখ্যায় বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাস্তবে এর ঠিক উল্টো হলো। যখন এই বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়া হলো তখন ১০০০০ এর বেশি বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও বর্তমানের বহু যুবকযুবতী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রয়েছেন যারা এখানে আসার সুযোগ পাননি। তবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোনো দিন একটি আসবে যেখানে এমন একটি বড় ময়দান থাকবে যেখানে ২৫ হাজার বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক একসঙ্গে বিহু নৃত্য অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে পারবেন। তিনি বলেন অসমের কলা সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে হবে যেখানে অসমের গৌরব এবং পরম্পরা প্রত্যেকেই জানতে পারবেন। রংঘরে আদলে নির্মাণ করা মঞ্চের সামনে এদিন বিহু নৃত্য অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হলেও আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে দুবোন উৎসাহে এটা পরিবেশন করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অসমীয়া জাতির মান এবং মর্যাদা আমরা নতুন দিগন্তে নিয়ে যাব বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রত্যেক বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদককে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন শুধুমাত্র জাতির সম্মান রক্ষার স্বার্থে গত দু তিন ধরে এই যুবকযুবতীরা যেভাবে কষ্ট করেছেন সেটা প্রশংসার যোগ্য। গুয়াহাটি মহানগরে বহু ফ্লাইওভার নির্মাণ অব্যাহত থাকার ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বহুরাতে প্রত্যেকেই এখান থেকে হোটেলে গিয়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু এরপরেও নতুন উদ্যমে যেভাবে এদিন বিহু নৃত্য প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেকে আগ্রহতা প্রকাশ করেছেন সেটা নজিরবিন।। ফলে অসমবাসী চির জীবন ১১২৯৮ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের কথা মনে রাখবেন। আগামী মে মাসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকদের সম্বর্ধনা জানানো ছাড়াও তাদের জন্য অন্যান্য পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রত্যেককে ফিরে গিয়ে নিজের ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে এই বিহু নৃত্যের অভিজ্ঞতা লিখে রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের সন্তানকে এভাবে বিহু নৃত্য প্রদর্শনের জন্য গুয়াহাটি মহানগরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের অভিভাবকদেরও ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া অসমে জাতির মান এবং মর্যাদা রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকরা সফল হন সেই উদ্দেশ্যে রাজ্যবাসীকে তাদের আশীর্বাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামীকাল দিনটি এক ঐতিহাসিক দিবস। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরপূর্ব প্রথম এমইস চিকিৎসালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। তাছাড়া তিনি তিনটি মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন করার পাশাপাশি অন্যান্য প্রকল্প উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই দিনটি অসমীয়া জাতির জন্য এক গরমই দিন হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রত্যেককে টেলিভিশনের সামনে বসে অসমকে বিশ্বর দরবারে নিয়ে যাওয়ার বিরল প্রচেষ্টার সাক্ষী হয়ে থাকার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমীয়া গামছাকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে অবশেষে গামছার মালিকানা এতে সক্ষম হয়েছে অসম। অসমের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তি কাউন্সিলর গবেষকরা মিলিতভাবে বহু চেষ্টার পর অসমীয়া গামছার জিআই ট্যাগ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ভারত সরকার এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট দিয়ে অসমীয়া গামছার মালিকানা তুলে দিয়েছে। এখন সারা বিশ্বে যেখানেই অসমীয়া গামছার ব্যবহার হবে সেটা অসমের সম্পত্তি হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা রাজ্য এটার মালিকানা দাবি করতে পারবে না। এরপর রাজ্যের অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রীর উপরেও অসম জিআই ট্যাগের দাবি করবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান আগামীকাল বরাক উপত্যকা থেকে বঙ্গবাসী ভাইবোনেরা আসবেন। তাছাড়া প্রতিটি স্বশাসিত পরিষদ পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উপজাতি ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের পরেই প্রায় ১৫ মিনিট ধরে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। এ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে গিনিস বুক অফ ওয়াল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ আশ্চর্য প্রকাশ করে উল্লাসিত হয়ে পড়েন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই ধরনের অনুষ্ঠান তারা কখনো আগে দেখেননি। বিহু নৃত্য প্রদর্শনের পর প্রায় তিন হাজার ঢোল ড্রাম বাদক নিজেদের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন। সেটাও দ্বিতীয় গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে শামিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মোট ২৫৪৮ টি ঢোল ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে সর্ব বৃহৎ সংখ্যায় ১৩৫৬ ঢোল ব্যবহারের নজির রয়েছে। গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ডের দুটি রেকর্ড গড়ে ওঠার যুবক যুবতীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিহু সংগীত পরিবেশন করার সময় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বয়ং এক দুই লাইন গান গাইতে দেখা গেছে। নিউ সংগীত পরিবেশনের সময় হাতে তাল বাজিয়ে স্বল্প গতিতে নাচতেও দেখা গেলো মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের প্রত্যেক মন্ত্রী শাসকবিরোধী পক্ষের বিধায়কদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর মা তার পাশে উপস্থিত ছিলেন।

ব্লক সভাপতি দুর্যোধন গোপকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে পাঠিয়েছে পুলিশ

সরকারের পক্ষে একতরফা ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ ঃ আজসু

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ শুক্রবার রাতে আজসু পার্টির চান্ডিল ব্লকের সভাপতি দুর্যোধন গোপকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর পর আজসুএর সিনিয়র নেতারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রবিবারে চান্ডিল ব্লকের চিলগু অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশের কাজের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন জেলা সচিব শচীন মাহাতো। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো, জেলা সহ সচিব দুর্গাচরণ মাহাতো প্রমুখ।

মিডিয়াকে সম্বোধন করে, আজসু পার্টির জেলা সচিব শচীন মাহাতো বলেছেন যে একটি মিথ্যা এস টিএস সি মামলায়, পুলিশ আজসু ব্লক সভাপতি দুর্যোধন গোপকে জেলে পাঠিয়েছে এবং এই কাজটি সরকারের নির্দেশে করা হয়েছে। একতরফা আচরণ করে পুলিশ দুর্যোধন গোপকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত চান্ডিল মহকুমা এলাকায় অনেক মামলায় নাবালককে খুন করা হয়েছিল এবং ২০২২ সালে চৌকা থানা এলাকার মাতকামডিহের সুবোধ সিং মুন্ডাকে খুন করা হয়েছিল, যিনি আজসু দলের পঞ্চায়েত সভাপতি ছিলেন। বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও এ দুটি মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, পুলিশও কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। শচীন মাহাতো বলেছেন যে সম্প্রতি পুলিশ চান্ডিল থানা এলাকার বিরিগোড়ায় রাস্তা অবরোধকারী কয়েক ডজন লোকের বিরুদ্ধে ৩৫৩ ধারার অধীনে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে, তবে সে ক্ষেত্রেও এখন পর্য্যন্ত এক জনকেও গ্রেফতার করা হয়নি।

আজসু জেলা সভাপতি শচীন মাহাতো বলেছেন যে দলীয় কর্মী দুর্যোধন গোপের বিরুদ্ধে একটি বানোয়াট জাল এফআইআরের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আজসু দল পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে বিষয়টির সুষ্ঠ ও উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করে এবং দুর্যোধন গোপকে ন্যায়বিচার পাওয়ার আহ্বান জানায়। পুলিশ যদি নিরপেক্ষভাবে এ বিষয়টি তদন্ত না করে, তাহলে অচিরেই জেলায় ব্যাপক

গ্রেপ্তার হয়নি, কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কেন কোন ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ এর জবাব দিতে পারবে। শচীন মাহাতো বলেছেন যে ২০২০ সালে চান্ডিল থানা এলাকার ঘোড়ানেগিতে দুই

আঃেদালন শুরু হবে, এতে যা কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে তার জন্য পুলিশ প্রশাসন নিজেই দায়ী থাকবে।